তানিয়া

মূল ঃ পি. লিডভ

তানিয়া রাশিয়ার একটি বিরত্বগাথা নিয়ে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানের ফ্যাসিবাদী নাৎসী বাহিনী যখন রাশিয়ার ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এবং রাশিয়ার একটি বিশাল অঞ্চল দখল করে নেয়, সম্ভাব্য সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তখন রাশিয়ার জন সাধারণ নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা সর্বোচ্চ ঝুকি নিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়তো, শত্রুদের প্রাণ ও সম্পদ ধ্বংস করে দিয়ে দ্রুত সরে পড়তো। এ ধরনের এক দুঃসাহসী অভিযানে গিয়েছিল তানিয়া। শত্রুর দ্বারা দখলকৃত রুশ ভূখন্ড, সারাদিন ঘন বণজঙ্গলে লুকিয়ে থাকা আর রাত হলে শত্রু ও শত্রুর সম্পদ নিধনে বেরিয়ে পড়া-এভাবে চলেছিল গোটা ১৫ দিন, সাথীরা অধিকাংশই ফ্রন্ট থেকে ফিরে গেছে, মাত্র দু'জন তানিয়ার সাথে আছে। কিন্তু কর্মসূচীর পরিবর্তনের কারণে শেষ পর্যন্ত একা হয়ে পড়তে হল। ঘন জঙ্গলে একেবারে একা কাটাতে হল দু'রাত। তথাপী তানিয়া দমেনি। একাই শত্রুর একটি প্রধান ঘাটিতে আঘাত হানার পরিকল্পনা নিয়ে ঘাটির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল এবং তারপর ১৮ বছর বয়সী তরুনীর দুঃসাহসী ও মর্মস্পশী সত্য কাহিনী নিয়ে রচিত তানিয়া, আহমদ ছফা'র অনুবাদে হয়ে উঠেছে আরো প্রাঞ্জল।

তানিয়া

(জনৈক রাশিয়ান বীর কিশোরীর মর্মস্পর্শী কাহিনী)

P. LIDOV-এর লেখা
TANYA বই-এর অনুবাদ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ ঃ

আহমদ ছফা

প্রাচ্য বিদ্যা প্রকাশনী
৮৫, আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ১৯৯৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রাচ্য বিদ্যা প্রকাশনী,
৮৫, আজিজ সুপার মার্কেট,
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষ থেকে
ডঃ লেনিন আজাদ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ : শফিকুল কবির চন্দন

মূল্য ১৮ টাকা মাত্র

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১৯৪১ সাল। ডিসেম্বর মাসের শুরু। জার্মানেরা পেট্রিশ্চেভ অঞ্চলের ভেরিয়া শহরের নিকট একজন সৈনিকের প্রাণদন্ড দিলো। সে ছিল একজন আঠারো বছরের তরুণী।

তরুণীটি কে? কোত্থেকে সে এসেছিলো? পেট্রিশ্চেভের এ শোকাবহ ঘটনা ঘটাবার আগে ভেরিয়ার একজন সৈনিকের সংগে তরুণীর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। সৈন্যদের দ্বারা তৈরী একটি পরিখার ভেতর গোপনে তারা আশ্রয় নিয়েছিলো। তরুণী তার নাম বলেছিলো তানিয়া। তারপরে আর স্থানীয় সৈনিকেরা কেউ তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু তারা জানতো, বেশী দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও দুঃসাহসী এবং সুকৌশলী মেয়ে তানিয়া তাদের মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সে সময় মস্কো নগরীর চরমতম দূর্দিন ঘনিয়ে এসেছে।

১৬ নভেম্বর আমাদের রাজধানীতে যে আক্রমণ শুরু হয়েছিলো তা অপ্রতিহত গতিতে চলছে।

ইয়াখরোমা অবরোধ করে সেরাপখোভে বোমা ফেলে খাসিরা জারাইস্‌কে পৌছে ভলগা খালের পাড় বেয়ে শত্রু সৈন্য মস্কোর উপকণ্ঠে এসে দাঁড়ালো। শত্রুর সাঁড়াশী আক্রমণের সামনে মস্কো নগরী আতংকিত প্রহর গুনছিলো।

গোলিতাসিনো এবং স্কোদনিয়ার আশেপাশের জেলাগুলি তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মস্কোতে শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জনের আওয়াজ।

সে যাহোক, এসব সামরিক জয়ের জন্য শত্রুকে বেশ চড়া দাম দিতে হয়েছে। জেনারেল জুকভের নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েট সৈন্যদল প্রবল প্রতিবন্ধক রচনা করে রুখে দাঁড়ালো। অগ্রগতির সময় জার্মানদের প্রচন্ড ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ডিসেম্বরের শুরুতে তাদের সর্বপ্রকারের উদ্যম নিঃশেষিত হয়ে এলো এবং তারা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লো। নভেম্বরের আক্রমণ শিথিল হয়ে এলো। তখন লাল ফৌজের সর্বাধিনায়ক জেনারেল জোসেফ স্তালিন আকস্মিক আক্রমণ করে এক আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এই সৈনিকেরা তখন শত্রু অধিকৃত জেলাগুলোতে কাজ করছিলো। তারা শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত এবং নাজেহাল করার কাজে লাল ফৌজকে সাহায্য করতো। তারা পথে পথে গুলি ছুঁড়তো যাতে করে শব্দ শুনে জার্মানেরা তাদের গরম ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিতো। রাস্তা ভেঙ্গে দিতো। অল্প-সল্প শত্রুসৈন্যকে নাগালের মধ্যে পেলে আক্রমণ করে বসতো; এমনকি ফ্যাসিষ্ট হেডকোয়ার্টারেও তারা হানা দিতো এবং সোভিয়েট সেনাবাহিনীর জন্য গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াতো।

ফ্রন্টের বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে সাহায্য করার জন্য কিছু সংখ্যক অকুতোভয় স্বেচ্ছাসেবককে পাঠানো হয়েছিল মস্কো থেকে। তখনই তানিয়া ভেরিয়া জেলাতে

BanglaBook.org

এসে হাজির হলো।

জার্মানেরা যৌথচাষীদের সব খাবার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। এদের মধ্যে দোভাষীটা ছিলো সবচেয়ে বেশী লোভী। সে ছিলো জার্মান ইউনিটের সংগে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত একজন। সে-ই নাগরিকদেরকে চূড়ান্তভাবে অসম্মান করতো। জোয়ান-বুড়ো বিচার না করে নির্দয়ভাবে প্রহার করতো।

একরাত জার্মানদের যুদ্ধক্ষেত্রের সবগুলো টেলিফোন লাইন কেটে দিলো। এবং তার কিছু পরে যে আস্তাবলে সতোরটি জার্মান

সৈন্যবাহিনীর ঘোড়া থাকতো সেটি একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিলো।

পরের রাতে আবার গ্রামে এলো একজন সৈনিক। যে আস্তাবলটির মধ্যে শত্রুর পদাতিক বাহিনীর দুশোরও বেশি ঘোড়া থাকে সে আস্তাবলটির মধ্যেই ঢুকে পড়লো। সৈনিকটির মাথায় হ্যাট, গায়ে ফারের জ্যাকেট, পরনে মোটা পাতলুন এবং পায়ে ফেলটের বুট। কাঁধে ঝুলানো একটি থলে। ভেতরে ঢুকেই রিভলভারটা হাত থেকে বুকের ব্লাউজের তলায় ঢুকিয়ে রাখলো। থলে থেকে একটি গ্যাসোলীনের বোতল টেনে বের করে আনলো। বোতলের ভেতরকার তরল পদার্থটুকু চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে দেশলাই ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্য এক মূহুর্ত থামলো।

ঠিক সেই মূহুর্তে একজন সান্ত্রী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দুটো চেপে ধরলো। ধাক্কা দিয়ে সান্ত্রীকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলো, তারপর রিভলতার উঁচিয়ে ধরেছিলো কিন্তু গুলী করতে পারেনি। হেঁচকা টানে তার হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে সাবধানী ঘন্টা বাজিয়ে দিলো সান্ত্রী।

সৈনিককে একটি ঘরে নেয়া হলো। সেখানে সকলে অবাক হয়ে আবিস্কার করলো সে একটি মেয়ে। একেবারে কম বয়েসী দীর্ঘায়ত চেহারা। গাত্রবর্ণ জলপাইয়ের মতো। চোখের ভুরু জোড়া কালো। কালো ক্লিব করা মাথার চুল উপরের দিকে ব্রাস করা।

প্রবল উত্তেজনায় সৈন্যরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলো। গৃহকর্ত্রী ম্যারিয়া সেডোভার কথামতো তারা 'শত্রুসৈন্য', 'শত্রুসৈন্য' বলে চীৎকার করছিলো। মেয়েটির উপর ঘুষি, প্রহার এবং জুতো চলছিলো। প্রায় বিশ মিনিট পরে তার পা থেকে জুতোজোড়া খুলে নেয়া হলো। মোজা জোড়াও খুলে নেয়া হলো। একটি মাত্র আন্ডার ওয়ার পরিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে ভেরোনিনদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ ঘরেই ছিলো জার্মান সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার।

সেখানকার সকলে তরুন মেয়ে সৈনিক বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়ে গেছে। এমন কি, তার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেছে। তানিয়াকে নিয়ে আসার আগে দোভাষী গম্ভীর স্বরে ভেরোনিনদেরকে জানিয়ে দিলো, বন্দিনীকে পরের দিন সকালে প্রকাশ্যে ফাঁসীতে লটকানো হবে।

BanglaBook.org

তানিয়া ঘরে ঢুকলে পর তাকে একটি বাক্সের উপর বসানো হলো। তার বিপরীত দিকের টেবিলে অনেকগুলো টেলিফোনের রিসিভার, একটা টাইপ রাইটার, একটা রেডিও এবং সেনাবাহিনীর দলিলপত্র রাখা হয়েছে।

অফিসারেরা কক্ষের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। ঘরের মালিকদেরকে পাকঘরে চলে যেতে হুকুম দেয়া হলো। বুড়ি ভদ্র মহিলা কিছু বুঝতে না পেরে দ্বিধা করছিলেন। একজন অফিসার চেঁচিয়ে বললো ঃ

এই যে বুড়ী এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যা।' তাঁর পিঠে কয়েকটা থাবা বসিয়ে দরজার দিকে ঠেলে দিলো। দোভাষীকেও বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। জার্মান সিনিয়র অফিসার নিজেই তানিয়াকে রুশ ভাষায় প্রশ্ন করতে লাগলো।

তানিয়া কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র ভয় অথবা দ্বিধা না এনে উচ্চঃস্বরে পরিস্কার ভাষায় প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলো।

–"তুমি কে?" অফিসারটি জিজ্ঞেস করলো।

–তা আমি বলবো না।

–গতরাতে তুমিই কি আস্তাবলে আগুন দিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, আমিই আগুন লাগিয়েছিলাম।

–কেন তুমি একাজ করলে?

–তোমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারার জন্য।

-তারপরে নীরবতা।

–ফ্রন্টে তুমি কখন এসছো?

–গত শুক্রবারে।

–তাহলে কাজটা তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছিলে?

–বৃথা সময় আমি নষ্ট করবো কেন?

তানিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো কারা তাকে পাঠিয়েছে এবং কারা তার সংগে আছে। তার বন্ধু কারা জানার জন্য তার উপর চাপ দিতে লাগলো। তার প্রতিটি উত্তর ঘরের বাইরে শোনা যাচ্ছিলো।

না, আমি জানি না.. আমি বলবো না, না।

এরপরে শোনা গেলো চিকন চামড়ার হিস হিস শব্দ। বাতাসে লাফিয়ে উঠে তার শরীরের উপর আছড়ে পড়ছিলো। কয়েক মিনিট পরে তরুণ একটি অফিসার দুহাতে মাথা চেপে ধরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে ভাড়ার ঘরে চলে এলো। কান খাড়া করে রাখল। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সংগে সংগে তার মুখমন্ডল ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠছিলো। জেরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিসারটি ভাড়ার ঘরেই রইলেন। কেননা ফ্যাসিষ্টদের স্নায়ুর পক্ষেও এ অত্যাচারের দৃশ্য দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো।

BanglaBook.org

চারজন ঢেঙ্গা লোক কোমরের বেল্ট খুলে নিয়ে অল্প বয়সী বাচ্চা মেয়েটাকে নির্দয়ভাবে প্রহার শুরু করলো। প্রহারের চোটে চামড়া ফেটে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এলো। গৃহকর্ত্রীর হিসেব মতো তানিয়ার অনাবৃত পিটের উপর এমনি দুশোটা আঘাত বয়ে গেলো। কিন্তু তানিয়ার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোয়নি। তারপরে সে একইভাবে জবাব দিচ্ছিলো।

–না আমি বলবো না, না, না। শুধু তার কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে দুর্বল আরো দুর্বল শোনাচ্ছিলো। ভেরোনিন্‌দের বাড়ীতে তানিয়াকে দু'ঘন্টার জন্য রাখা হয়েছিলো। তার শরীরের উপর অকথ্যভাবে নির্যাতন করার পর তাকে আলেকজান্দ্রোভিচ কুলিকের বাড়ীতে নেওয়া হলো। তাকে নিয়ে গেলো একজন জার্মান কনভয়। আগের মতো তার সারা শরীর এখনো অনাবৃত। পায়ে জুতো মোজা কিচ্ছু নেই। জার্মান কনভয় তরল তুষারের উপর দিয়ে খালি পায়ে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো।

যখন সে পৌছল গৃহকর্তা বাতির আলোকে দেখতে পেলো তার কপাল থেতলানো। হাতে পায়ে নির্মম প্রহারের অসংখ্য গভীর সব চিহ্ন। খুব কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। কপালদেশে চুলগুলো নেমে এসেছে। শ্বাসকষ্টের ফলে এমন শীতের দিনেও তার কপালে পুঁতির মালার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ওষ্ঠাধর ভীত এবং রক্তাক্ত। ফ্যাসিস্টরা কথা বার করার জন্য অত্যাচার করার সময় সে দাঁতে ওষ্ঠাধর দুটো কামড়ে ধরেছিলো। দাঁতে মাংস কেটে বসে গেছে। দরদরিয়ে খুন ছুটছে।

একটি বেঞ্চির উপর বসে পড়লো সে। দুয়ারের কাছে একজন জার্মান সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। ভেসিলি এবং প্রেসকোভিয়া কুলিক ষ্টোভের ওপারে ঘুমোচ্ছিলো। তারা বন্দিনীর দিকে চেয়ে দেখলো। সে বসে আছে শান্তশিষ্ট শিশুর মতো কোনও নড়াচড়া নেই। তারপরে সে পান করার পানি চাইলো। খাট থেকে নেমে ভিসিলি কুলিক জলের কুঁজোর কাছে গেলো। কিন্তু সান্ত্রীটি তাকে থামিয়ে দিলো। টেবিলের উপর থেকে হারিকেনটা তুলে নিয়ে তানিয়ার মুখের কাছে ধরে বুঝিয়ে দিলো যে তেষ্টা লাগলে সে কেরোসিন খেতে পারে কিন্তু পানি নয়।

কুলিক সান্ত্রীকে মেয়েটির হয়ে বার বার অনুনয় করতে লাগল। সান্ত্রী তার দিকে কুঁতকুঁতে দৃষ্টিতে তাকালো। শেষে তার দিকে ভাল চোখে তাকিয়ে পথ ছেড়ে দিলো। তানিয়া পানির দুটি ভর্তি মগ পান করে নিঃশেষ করলো।

যে সব সৈন্য এ বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছে শীগগীর তারা মেয়েটির চারিদিকে জড়ো হয়ে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। কেউ তাকে ঘুষি মারলো। কেউ তার গালে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি লাগিয়ে দিলো। তাদের মধ্যে একজন তার মেরুদন্ডের নীচে দিয়ে একখানা করাত দিয়ে পোঁচাতে লাগলো।

বাড়ীর ছোটো ছোটো শিশুদের অবস্থা বিবেচনা করে মেয়েটির উপর অত্যাচার না করার জন্য গৃহকর্তা সৈন্যদের কাছে অনুরোধ জানালো। কিন্তু তার অনুরোধ বিফলে গেলো।

BanglaBook.org

গায়ের ঝাল মিটিয়ে অত্যাচার করার পর সৈন্যরা ক্ষান্ত হলো। তার পিঠে রাইফেল চাপিয়ে ধরে তানিয়াকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম করলো। তানিয়ার পিঠে সঙ্গীন ঠেকিয়ে সান্ত্রীটি পিছু পিছু তানিয়ার অনুসরণ করতে থাকে। নাঙ্গা পায়ে, নাঙ্গা গায়ে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গেলো তানিয়া, যে পর্যন্ত না সান্ত্রী নিজের প্রচন্ড শীত বোধ করতে লাগলো। তারপর ক্লান্ত হয়ে অনুভব করলো এখন কোন গরম কক্ষে আশ্রয় নেওয়ার একান্তই প্রয়োজন।

এই সান্ত্রীটি রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল বেলা দুটো পর্যন্ত তানিয়ার সংগে সংগে ছিলো। প্রত্যেক ঘন্টায় তানিয়াকে পনেরো অথবা বিশ মিনিটের জন্য রাস্তায় টেনে বের করেছে। সে ভয়ঙ্কর রাতে তানিয়াকে কি নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিলো কেউ তা বলতে পারে না।

অবশেষে সান্ত্রীটিকে ছুটি দেয়া হলো। হতভাগ্য মেয়েকে মেঝের উপর শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।

সুযোগ পেয়ে প্রেসকোভিয়া কলিক জিজ্ঞেস করলোঃ

তুমি কে?

–কেন জানতে চাচ্ছ তুমি?

–কোত্থেকে এসেছো?

–মস্কো থেকে।

–তোমার মা বাবা কি বেঁচে আছে?

তানিয়া কোন জবাব দিলো না।

আর বেশি কোন কথা না বলে সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে অনড় অচল ভাবে পড়ে রইলো। পা দুটো তার শীতে জমে গিয়েছিলো। শরীরের বাঁকে বাঁকে প্রবল ব্যথা যন্ত্রণা উথলে উঠেছিলো। কিন্তু সে একটি কথাও বলেনি।

অত্যাচারী শত্রু কর্তৃক ধৃত হয়ে সে রাতে তানিয়া ঘুমিয়ে ছিলো কিনা কেউ জানে না। কেউ জানে না তার মনের আকাশে কালো রাতের বুক চিরে বেরোনো বিজুলীর শিখার মতো কি চিন্তার শিখা জ্বলে উঠেছিলো।

সকালবেলা জার্মান সৈন্যেরা গ্রামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা ফাঁসী কাঠ পুঁততে শুরু করে দিলো।

প্রেসকোভিয়া কুলিক আবার তরুণীর সংগে কথা বললো ঃ

–গত পরশু রাতে কি তুমিই এসেছিলে?

–হ্যাঁ, আমিই জার্মানদের পুড়িয়ে মেরেছি।

–জার্মানেরা পুড়ে মরেনি।

–আঃ মরণ, তাহলে কি পোড়ালাম!

–তাদের একটা আস্তাবল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা বলে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও নাকি

BanglaBook.org

পুড়ে গেছে।

-দশটার সময়ে অফিসারেরা এসে পৌছুল। সিনিয়র অফিসার তানিয়াকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো ঃ

—আমাদের বলো তুমি কে?

-তানিয়া জবাব দিলো না।

—স্তালিন কোথায়?

—স্তালিন তার ছাউনিতে আছে। এবার তানিয়া জবাব দিলো।

গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী বাকী প্রশ্নোত্তর শুনতে পাননি কারণ তাঁদেরকে জেরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থাকবার হুকুম দেয়া হয়েছিলো।

জার্মানেরা তানিয়ার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলো। ব্লাউজ পাতলুন, মোজা ইত্যাদি। তারা চিনি, লবণ এবং দেশলাই ভর্তি তারকীট ব্যাগটাও আনলো। মাথার হ্যাট, গায়ে দেয়ার ফারের জ্যাকেট, বেল্টের, বুট, অ্যাঙ্গোরা সুয়েটার সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। ননকমিশনড জার্মান অফিসারেরা এগুলো নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তার দস্তানাগুলো অফিসারদের মেসের বাবুর্চিরা নিয়ে নিল।

তানিয়া কাপড়-চোপড় পরতে শুরু করলো। তার আঘাত কালো হয়ে যাওয়া পায়ে মোজা পরতে প্রেসকোভিয়া কুলিক তাকে সাহায্য করলো। যে গ্যাসোলীনের বোতলটা তানিয়ার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো তা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলো। এরপর তাকে যেখানে ফাঁসি কাঠ পোঁতা হয়ে গেছে সে চত্বরে এনে হাজির করা হলো।

চত্বর ঘিরে অশ্বারোহী সৈন্যরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে দন্ডায়মান। চারদিকে প্রায় শ'খানেক জার্মান। তার মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক অফিসার। এ প্রাণদন্ড অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্যে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর হুকুম জারী করা হয়েছে। অল্প সংখ্যক অধিবাসী মাত্র এসেছিলো। তাদের মধ্যে অনেকে যারা এ লোমহর্ষক অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে চায়নি, তারা চলে গেলো।

ফাঁসীর মঞ্চের বার থেকে রজ্জু ঝুলছে। রজ্জুর নীচে মাটির উপর দুটো বাক্স। একটা রাখা হয়েছে আরেকটার উপর। জল্লাদেরা দুঃসাহসী মেয়েটিকে বাক্সের উপর চড়িয়ে তার গলায় ফাঁসীর রজ্জু পরিয়ে দিল। একজন জার্মান অফিসার ফাঁসীর দৃশ্যের ছবি তুলতে চলে গেলো। জার্মানেরা প্রাণদন্ড এবং অত্যাচারের ছবি তুলতে খুব আনন্দ পায়। অধিনায়ক ফাঁসী দেবার জল্লাদ ছাড়া বাকী সকলকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

সুযোগ পেয়ে তানিয়া সমবেত কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চঃস্বরে চীৎকার করে বললোঃ কমরেডবৃন্দ, আপনারা এতো বিমর্ষ কেন? মনোবল জাগিয়ে তুলুন। রনক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। বিমর্ষতা আপনাদের জন্যে নয়। জার্মানদেরকে জ্বালিয়ে দিন, পুড়িয়ে দিন জার্মানদের, মৃত্যুর মুখে তাদের নিক্ষেপ করুন।

BanglaBook.org

একজন জার্মান ছিলো তার নিকটে। সে তাকে আঘাত করা অথবা মুখ চেপে ধরার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু তানিয়া দু'হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে বলে যেতে লাগলো ঃ

কমরেডবৃন্দ! মরতে আমি ভয় পাইনে! নিজের দেশের জনসাধারণের জন্য মরার চাইতে গৌরব আর কিছুতেই নেই।

অফিসারটি দূর এবং নিকট থেকে ফাঁসী কাঠের ছবি নিল। দু'পাশের দুটো ছবি নেয়ার জন্যে ক্যামেরা ঘুরিয়ে নিচ্ছিলো। জল্লাদেরা বিরক্ত হয়ে অধিনায়কের দিকে তাকালো। অধিনায়ক হাক দিলোঃ

–জলদী!

তারপরে তানিয়া অধিনায়কের দিকে তাকালো। তাকে এবং জার্মান সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো ঃ

–তোমরা এখন আমাকে ফাঁসী দিচ্ছো। কিন্তু আমরা বিশ কোটি মানুষ। সকলকে তোমরা ফাঁসীতে লটকাতে পারবে না। আমার প্রতিশোধ অবশ্যিই নেয়া হবে। এখনো সময় আছে। আত্মসমর্পণ করো। জয় অবশ্যই আমাদের।

চত্বরে দাঁড়ানো রাশিয়ানদের চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো। এ হৃদয়বিদারক মর্মঘাতী দৃশ্য না দেখবার জন্য কেউ কেউ বিপরীত দিকে মুখ ফেরালো।

জল্লাদেরা রজ্জুতে টান দিলে ফাঁস শক্ত হয়ে তানিয়ার গলায় এসে লাগালো। কিন্তু সে দু'হাতে রজ্জু আঁকড়ে ধরে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িযে চিৎকার করে উঠলোঃ

–কমরেডগণ, ভীত হবেন না। স্তালিন আমাদের সংগে আছেন। অবশ্যই স্তালিন আসবেন। এখন বন্ধুরা বিদায়-বি-দা-য়! জল্লাদ লাথি মেরে নীচের বাক্সটা ফেলে দিলো। উপরের বাক্সটা নীচে নেমে গেলো। সমবেত জনতা অপর দিকে চোখ ফেরালো। কেউ কেউ কেঁদে উঠলো। তাদের কান্নার ধ্বনি বনের উপকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো।

এইভাবেই সে মারা গেলো। ফ্যাসিষ্টরা তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে।

কিন্তু মূহুর্তের জন্য তানিয়া তা প্রকাশ করেনি।

সে তার কমরেডদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চত্বর জনহীন হয়ে গেলো। লোকজন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গেলো। ফাঁসীর মঞ্চ পেরিয়ে যাবার সময় সকলে মাথা অবনত করলো এবং দ্রুত পা চালালো।

ফাঁসী কাঠে তানিয়ার শরীর পুরোপুরি একটি খাম ধরে ঝুলেছিল। মৃতদেহ বাতাসে দুলতো। বরফ জমতো। পাশ দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় জার্মান সৈন্যেরা ফাঁসী কাঠের চারপাশে দাঁড়িয়ে হল্লা করতো। পিশাচের মতো গলা ছেড়ে চীৎকার করতো। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে তাল বাজাতে বাজাতে মার্চ করে চলে যেতো।

BanglaBook.org

পেট্রিশেচভ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাইরের জেলা হাসপাতালের কাছে জার্মানেরা আরো দু'জন তরুণকে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়েছিলো।

নববর্ষের প্রাক্কালে মাতাল ফ্যাসিস্টেরা ফাঁসীকাঠের নিকটে এসে জড়ো হলো। তানিয়ার ঝুলন্ত শরীর থেকে কাপড় চোপড় ছিনিয়ে নিলো। সম্ভাব্য সকল রকম জঘন্য উপায়ে মৃতদেহের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলো। আর একদিন তানিয়ার মৃতদেহ ধারালো ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কেটে ফেললো। পহেলা জানুয়ারী সন্ধ্যায় দোভাষী ফাঁসীর মঞ্চ থেকে মৃতদেহ নামিয়ে ফেলার হুকুম দিলো। একাজে জার্মান নিয়োজিত প্রাচীনেরা গ্রামের লোকদের নিযুক্ত করলো। গ্রামের বাইরের বরফ জমা মাঠে তারা একটা ক্ষুদ্র গর্ত খনন করলো।

একটু দূরে ছিলো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জার্মানেরা বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নষ্ট করে ফেলেছিলো। বাঙ্কের তক্তাগুলো তারা ষ্টোভের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পুড়িয়ে ফেলেছিলো। একদিকে নিথর নিবিড় বনের সীমানা, অন্যদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা। মাঝখানের অনিবিড় গাছের ঝোঁপে কবর খনন করা হলো। একটি কৃষকের শ্লেজ গাড়ীতে করে তানিয়ার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ বহন করে আনা হলো। তখনো তার গলার চারপাশে ফাঁসীর রজ্জুটা ঝুলছিলো। দেহটা বরফের উপর রাখা হলো। ভুরু জোড়ার তলে তানিয়ার প্রখর চোখদুটো চিরদিনের জন্য মুদিত জলপাই বর্ষের গন্ডদেশে নির্মম কষাঘাতের চিহ্ন রেশমী রেখার মতো রেখায়িত হয়ে জেগে আছে। ওষ্ঠাধর জোড়া দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। কপালে ছড়িয়ে পড়েছে শ্বাসকষ্টের ব্যথা। প্রশস্ত কপালে তীর ব্যথা বেগুনী রং ধারণ করেছে। ফুলের মতো সুন্দর তানিয়ার রাশিয়ান মুখমন্ডলে জেগে আছে অপূর্ব দৃঢ়তা... আশ্চর্য সজীবতা তার উপরে কে যেনো এঁকে দিয়েছে গভীরতর প্রশান্তির স্বাক্ষর।

কবরখোদা কৃষকদের একজন মন্তব্য করলোঃ

–চলো আমরা তাকে কিছু দিয়ে জড়িয়ে নেই।

–তোমাদের যা ইচ্ছে করো। বিদ্রুপের সুরে বললো দোভাষী।

–বোধ হয় তোমরা তাকে সসম্মানে কবর দেওয়ার মতলব আটছো।

কোন রকমের সন্ধান ব্যতিরেকে মৃতদেহকে কবরে নামানো হলো। একটা ইউলো গাছ ক্ষণে ক্ষণে দুর্বোধ্য ভাষায় কেঁদে উঠছিলো। হঠাৎ এক ঝলক তুষার ঝটিকা এসে কবরটা ঢেকে দিয়ে গেলো।

রাশিয়ানদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ বরদাশত করতে না পেরে ভীত সন্ত্রস্ত জার্মানেরা দ্রুত পেট্রিশ্চেভ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আগে তারা যেথা খামারের চাষীদের কাছে বার বার আবৃত্তি করতে ভালোবাসতো। মস্কো জয়ের আর বেশি দেরী নেই। এখন তাদের আচরনে ফুটে উঠলো মস্কো জয়ের আর কোন ভরসা নেই। রাশিয়ানরা এখন তাদের তাড়া করছে। এখন জার্মানেরা বার্লিনের দিকে ছুটে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা ডরোখভের দিকে ছুটে গেলো।

BanglaBook.org

গ্রিবৎশভের নিকটে পৌছে তারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলো। আগুনের লকলকে শিখা সমগ্র গ্রামখানি গ্রাস করলো। যে সমস্ত বাসিন্দা পুড়তে পুড়তে ঘর থেকে বেরোতে পেরেছিলো আশ্রয়ের আশায় তারা পেট্রিশ্চেভে চলে গেলো। ফ্যাসিষ্টরা অন্যান্য গ্রামেও আগুন লাগিয়েছিলো। সেখানেও মানুষ ক্রন্দনরত শিশু এবং আগুন থেকে উদ্ধার করা মালামাল শ্লেজ গাড়ীতে চাপিয়ে পেট্রিশ্চেভে চলে গেলো।

মাত্র পরের দিনই জার্মানেরা বুঝতে পারলো যে তারা পেট্রিশ্চেভে আগুন লাগায়নি। আগুন লাগিয়ে পেট্রিশ্চেভে জ্বালিয়ে দেবার জন্যে চব্বিশ জন মানুষকে গ্রিবৎশেভ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু তারা চিন্তা করলো, আমরা সেখানে গিয়ে কি করবো। ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারি। এমনকি রাশিয়ানদের হাতে ধরাও পড়তে পারি। শেষ পর্যন্ত তারা কষ্ট করে আগুন লাগানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলো। তার বদলে তারা কতকগুলো বাড়ীর দরজা জানালা ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি চলমান সৈনিককে ধরবার জন্য চলে গেলো।

জার্মানেরা তাদের কমান্ডারের আদেশ না মানাতে ভালোই হয়েছে। সমগ্র জেলার মধ্যে অন্ততঃ একখানা গ্রাম ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পেলো। হিটলারের বর্বর অনুসারীরা মহানুভব মেয়ে সৈনিকটির উপর যে অত্যাচার করেছিলো সে বিষাদময় ফাঁসীর বর্ণনা দেওয়ার জন্য একজন মাত্র লোক বেঁচে ছিলো। যে সমস্ত স্থানে সে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলো, সে সমস্ত স্থান সংরক্ষিত করে রাখা হলো। তানিয়ার কবর সমগ্র রাশিয়ার জনসাধারণের তীর্থকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো।

বাহাদুর জেনারেল লিওনিদ গভোরভের নেতৃত্বে পলায়ন শত্রুদের অনুসরণ করে দুর্বার সোভিয়েট বাহিনী পেট্রিশ্চেভ থেকে পশ্চিমে মোঝাইসক, ঝোছ্যক এবং ভিয়াজমা পর্যন্ত চলে গেলো। তখনো মানুষ তানিয়ার দেশপ্রেম এবং বীরত্বে অভিভূত হয়ে তার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেট্রিশ্চেভে আসে। এখানে এসে তানিয়ার কবরে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, যে শ্রদ্ধায় প্রতিটি রাশিয়ানের অন্তর পরিপূর্ণ। তার পিতামাতাকে ধন্যবাদ জানায়, ধন্যবাদ জানায়, যেহেতু তারা তানিয়ার মতো একজন বীরাঙ্গনাকে পৃথিবীতে এনেছিলো। ধন্যবাদ জানায় তানিয়ার শিক্ষকদের, যাদের সুশিক্ষা তানিয়াকে বীরাঙ্গনা করে তুলেছিলো। ধন্যবাদ জানায় তানিয়ার কমরেডদেরকে,যাদের সাহচর্যের পরশে তানিয়ার অনুভূতিতে বীরত্বের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো।

সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে অধিনায়ক বললেন, বন্ধুগণ, তানিয়াকে স্মরণ করুন। ফ্যাসিষ্টদের মস্তকের দিকে নির্ভুলভাবে আপনাদের রাইফেলের তাক করুন। আপনাদের প্রত্যেকটা গুলী শত্রুদের বক্ষ পিঞ্জর বিদ্ধ করুক। তানিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। যখন আপনারা আক্রমণ করবেন, পিছনে তাকাবেন না স্মরণে তানিয়াকে জাগিয়ে তুলুন। সঙ্গীনের ঘায়ে জার্মান পশুদেরকে বিদ্ধ করে হত্যা করুন। আর্যনামধারী অহংপুষ্ট জার্মান বর্বরদের মাথার খুলী রাইফেলের বাঁটে চূর্ণ

BanglaBook.org

বিচুর্ণ করুন। প্রতিহিংসার আনবিক উত্তাপে শত্রুদের জ্বালিয়ে দিন, পুড়িয়ে দিন, হত্যা করুন। শত্রুদেরকে ক্ষমা নেই। তানিয়াকে তারা কেউ ক্ষমা করেনি। ফ্যাসিষ্টরা মানুষ নয় জানোয়ার। এক হাজার ফ্যাসিষ্টকে হত্যা করে তানিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে।

তানিয়ার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে লালফৌজের সৈন্যেরা হিংস্র শপথের বাণী উচ্চারণ করলো। প্রত্যেক সৈন তানিয়ার ধৈর্য, সাহস, অনমনীয় দৃঢ়তার অস্ত্রে অন্তরের ভয় ত্রাস নির্মূল করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিপাত করতে ছুটলো।

তার যশের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। গভীর ভালোবাসার টানে দূরের লক্ষ লক্ষ মানুষ বরফ ঢাকা সাদা কবরটির কথা স্মরণ করলো। স্বয়ং স্তালিনও মুগ্ধ হয়ে সোভিয়েত ভূমির জন্য নিঃশেষে আত্মোৎসর্গকারী কন্যার কবর দেখতে এলেন।

ইউ, এস, এস, আর-এর সুপ্রিম সোভিয়েত এক ঘোষণায় জানালেন যে তরুণ সাম্যবাদী লীগের একজন সদস্য জয়া কসমোডেসিয়ান স্কাইয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের স্বীকৃতি দেয়া হলো।

এই জয়া কসমোডেসিয়ান স্কাইয়াই নিজেকে তানিয়া বলে পরিচয় দিয়েছিলো। তাকে জেরা করার সময় অথবা পেট্রিশ্চেভ খামারের স্ত্রীলোক প্রেসকোভিয়া কুলিকের সংগে কথা বলার সময়েও নয়; শুধু জংগলের পরিখার ভেতর যখন ভেরিয়ার সৈন্যটির সংগে দেখা হয়েছিলো তখন সে নিজেকে তানিয়া বলে পরিচয় দিয়েছিল। বোধ হয় নিরাপত্তার জন্য তার আসল পরিচয় গোপন করেছিলো।

এখন মস্কোতে এই বালিকার নামানুসারে তরুণ সাম্যবাদী লীগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার আসল নাম জয়া আনাতোলিয়েনা কসমোডেসিয়ান স্কাইয়া। সে ছিলো মস্কোর ২০১ নং স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বয়স ছিলো আঠারো বছর। অল্প বয়সে সে পিতৃহীন হয়। তার স্কুল শিক্ষয়িত্রী মা লিউবভ তিমোফিয়েভনা এবং ছোট্ট ভাই সুরিকের সংগে তিমিরিয়াজেভ পার্কের কাছাকাছি ৭, আলেকজান্ডার লেনে থাকতো।

তাদের বন্ধুদের মতে সে ছিলো দীর্ঘায়ত সুগঠিত চেহারার মেয়ে। মাথায় ছিলো একরাশ ববকরা সতেজ কালো চুল। জয়া একটু ভাবুক গোছের মেয়ে ছিলো। তাকে দেখলেই দৃষ্টি আকর্ষিত হতো। কখনো কখনো দেখা যেতো উষ্ণ রক্ত ছলকে উঠে তার সারা মুখমন্ডল আরক্তিম করে তুলেছে।

কোনো কিছুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তার হৃদয়ে আঘাত করলে সে বাইরের সব কিছুর সম্পর্ক ভুলে গিয়ে একা একা কল্পনার পরিমন্ডলে ঘুরে বেড়াতো।

তার স্কুলের সহপাঠী এবং শিক্ষকবৃন্দ তার ডায়েরী রচনা এবং নোট পড়ে তার সম্বন্ধে যা বলেছে তাতে তার যে বৈশিষ্টগুলো উজ্জল ভাবে ফুটে উঠেছে, সেগুলো হলো তার কাজ করার অসাধারণ নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং ইচ্ছার একাগ্রতা।

সে সাহিত্যের পড়া তৈরী করার জন্যে অনেকগুলো বই পড়তো। কোন বিশেষ অনুচ্ছেদ ভালো লাগলে খাতায় কপি করে রাখতো। সে অঙ্কে একটু কাঁচা ছিলো।

BanglaBook.org

সে জন্যে এ্যালজেব্রা বই নিয়ে প্রত্যেক দিন ক্লাশের শেষে প্রত্যেকটি ফর্মূলা ধৈর্যের সংগে বুঝবার চেষ্টা করতো। সম্পূর্ণরূপে বুঝতে সমর্থ না হলে সে কখনও বসা থেকে উঠতো না।

জয়া ক্লাশে তরুণ সাম্যবাদী লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলো। অর্ধশিক্ষিত গৃহবধূদের লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব লীগ সদস্যদের কাছে উত্থাপন করলো। আশ্চর্য হতে হয়, খুবই ধৈর্যের সংগে তার প্রস্তাবকে কাজে রূপ দিতে সক্ষম ছিলো। প্রথমে তার সাথীরা কাজটিকে খুবই আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু শীগ্‌গীর তারা ঠান্ডা হয়ে পড়লো। সে বুঝতে পারলো না, কি বিপদ তাদের কথা দিয়ে কথা ভাংগতে বাধ্য করলো, এটাতো তাদের কর্তব্য। সে রাশিয়ার ইতিহাস এবং রাশিয়ান সাহিত্য খুবই ভালবাসতো। সে ছিলো সরল অমায়িক একজন সোভিয়েত ছাত্রী, একজন ভাল কমরেড এবং তরুণ সাম্যবাদী লীগের সক্রিয় সদস্য। এছাড়াও তার আরেকটা আলাদা জগৎ ছিল সে জগতে তার দেশের ইতিহাস আর সাহিত্যর নায়কবৃন্দ বাস করতেন।

সময়ে সময়ে বন্ধুরা তাকে খুব গম্ভীর এবং চাপা বলে অভিযুক্ত করতো। যখন সে সদ্য পড়া কোনো বই সম্পর্কে চিন্তা করতো তখনই তার মুখে একটা গম্ভীর ছায়া পড়তো।

কোনো কিছুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তার হৃদয়ে আকর্ষন করলে জয়া বাইরের জগতের সবকিছু সম্পর্ক ভুলে গিয়ে একা একা কল্পনার পরিমন্ডলে ঘুরে বেড়াতো। পুশকিন, গোগল, টলষ্টয়, বেলিনস্কি, তুগেনিয়েভ, চেরনশেভস্কী হারজেন, নেক্রাশোভ অতীতের বীরদের যে সব ছবি এঁকেছেন তা জয়ার কল্পনায় বার বার জ্বলে উঠে তাকে মুগ্ধ করে দিতো। রাশিয়ান সাহিত্যিকদের আঁকা চরিত্রগুলি তার চরিত্রের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এই অতীতই তার আশা আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছিলো। দেশের লোকের জন্য কাজ করার ব্যাপারে তার চরিত্রে অনমনীয় শক্তির জন্ম দিয়েছিলো।

সে তার নোট বইতে ওয়ার এ্যান্ড পীসের, সব ক'টা পৃষ্ঠা নকল করে রেখেছিলো। স্কুলে ইলিয়া মারোমেট এবং কুতুজভের উপর যে রচনা লিখেছিলো তাকে অনুভূতির সাথে গভীরতার এতো বেশি মিলন ঘটেছিলো যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তার কল্পনা চেরনশেভস্কী এবং শেভচেনকোর বিষাদময় আহুতির পথেই ধাবিত হয়েছিলো। জয়া নিজেও তাঁদের আঁকা চরিত্রের মতো জনগণের সেবা করার স্বপ্ন দেখতো।

আমাদের সামনে জয়ার একটি নোট বই আছে। বইটি মস্কো থেকে অভিযানে বের হবার আগে সে ফেলে গিয়েছিল। এই বইতে সে যেসব পড়েছে, তার বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ লিখে রেখেছে। সে অনুচ্ছেদগুলো তার অন্তরে সংগীতের ঝঙ্কারের মতো বেজে উঠতো। জয়াকে যাতে আমরা বুঝতে পারি, সেজন্য ডায়েরী থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতি নমুনা হিসেবে তুলে দিচ্ছি ঃ

BanglaBook.org

" মানুষের কাপড় চোপড়, আত্মা, চিন্তা, মুখমন্ডল সব কিছু সুন্দর হওয়া উচিত।" -শেখভ "সাম্যবাদী হওয়া মানে সাহস করা, চিন্তা করা, আশা করা এবং ঘাঁড়ে দায়িত্ব নেওয়া"।-মায়াকভস্কী। "ভালো না বেসে চুমু দেয়ার চাইতে মৃত্যুবরণ করা ঢের ভালো।"-কুতুজভ।

"গোকার সূর্যের সন্তানেরা কবিতায় কি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং মানবাত্মার প্রতি মমত্ববোধ বর্তমান।" সে তার নোট হতে আরো লিখেছে, ওথেলোতে উন্নত আদর্শের সংগ্রাম এবং মানবাত্মার পবিত্রতার কথা চিত্রিত করা হয়েছে। মানুষের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ আবেগের বিজয়ই হলো ওথেলো নাটকের বিষয়বস্তু।

কি মনোমুগ্ধকর, আনন্দদায়ক তারুণ্যের সরলতাপুর্ণ হৃদয়ের কবোষ্ণ উত্তাপে তাঁদের কথা লিখে রেখেছে যাঁরা ছিলো গর্বিত অতীতের প্রতীক। ঝটিকা বিক্ষুব্ধ বর্তমান এবং আমাদের জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনার জন্য লেনিন এবং স্তালিনের ব্যাপারে সে তার চিন্তাকেই লিপিবদ্ধ করেছে। মানব চরিত্রের উন্নততরো সুন্দরতরো আদর্শগুলিকে ধারণ করার জন্য আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তার সমস্যাকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করে নিচ্ছিলো।

১৯৪১ সাল এলো। সে বছরেই জয়ার শেষ পরীক্ষা হয়ে গেলে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলো। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। জয়া একজন প্রকৃত যোদ্ধা হতে চেয়েছিলো। সেচ্ছায় সে একটি বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলো। মার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে বলেছিলো-

"মা মণি তুমি কেঁদোনা, আমি বীরাঙ্গনার মতো ফিরে আসবো অথবা মৃত্যু বরণ করবো"।

তারপরে জয়া এলো ব্যারাকে। একখানা বড়োসড়ো গম্ভীর কক্ষে বিরাট একটি ডেস্কের পেছনে বসেন বিচ্ছিন্ন দলের অধিনায়ক। তিনি তাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

-তোমার কি ভয় করে না?

- না, আমি ভীতু নই।

-তা না হয় না হলে,তবু জঙ্গলের মধ্যে একাকী ঘুরে বেড়ানো কি ভয়ের ব্যাপার নয়?

-না, ভয় আমার করে না।

যদি জার্মানেরা তোমাকে ধরে ফেলে, অত্যাচার করে?

-আমি আমার মুখ বন্ধ করে রাখবো।

তার অবিচল মনোভাব দেখে অধিনায়ক সন্তুষ্ট হলেন এবং তার আবেদনপত্র গ্রহণ করলেন।

BanglaBook.org

নভেম্বরের সতোরো তারিখে সে তার মাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলো ঃ

মা–মণি

তুমি এখন কিভাবে দিন কাটাচ্ছো। কেমন লাগছে তোমার, ভালো আছোতো? যদি সময় পাও আমাকে কয়েক লাইন লিখে পাঠিয়ো। আমার পরবর্তী কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি বাড়ীতে বেড়াতে আসবো।

–তোমার

জয়া।

পরদিন জয়া একদল সৈন্যের সাথে ন্যারোফ্রামেনস্কের কাছে ওভোখোভো গ্রামের উপর দিয়ে ফ্রন্ট লাইন অতিক্রম করে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করলো। সৈন্যরা সকলেই তরুণ সাম্যবাদী লীগের সদস্য।

দু'সপ্তাহ ধরে তারা জংগলের মধ্যে অবস্থান করলো। রাতে তারা সামরিক কর্তব্য পালন করতো। উৎসব করে তারা নিজেদের উত্তপ্ত রাখতো এবং দিনের বেলায় বরফের উপর বসে পাইনের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নিতো। অভিযানের কষ্টের ফলে অনেকের প্রেরণা নিঃশেষ হয়ে এলো। কিন্তু জয়া তার নিজের সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। তার কর্তব্য সে সবের সংগে কঠোর পরিশ্রম করে পালন করেছে।

তারা তাদের সংগে মাত্র পাঁচ দিনের রসদ এনেছিলো। তাতে তাদের পনোরো দিন চালাতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ দানাটিও ফুরিয়ে এলো রসদের। তখন ছিলো তাদের ফেরার সময়। কিন্তু জয়া অনুভব করলো যে সে এখনো ঠিক ভাবে তার কর্তব্য করতে পারেনি। পেট্রিশ্চেভে ঢোকার জন্য থেকে যেতেই সে মনস্থ করলো । জয়া তার কমরেডদের বলেছিলো ঃ যদি সেখানে আমি মারাও যাই তাহলে একজন জার্মানকে সংগে নিয়ে মরবো।

জয়ার সংগে গিয়েছিলো আরো দু'জন। কিন্তু কর্মসূচীর পরিবর্তন হওয়াতে সে একা পড়ে গেলো। একাকী সে জংগলের মধ্যে দু'রাত কাটালো। একাকী গ্রামের মধ্য দিয়ে শত্রুর একটি প্রধান ঘাঁটিতে ঢুকে পড়লো। একাকীই সে তিলে তিলে নির্যাতীত হয়ে শত্রুর হাতে মৃত্যু বরণ করলো। তার জীবনের এই শেষ ঘন্টাগুলোতেও রাশিয়ার প্রিয় বীর শহীদদের প্রতীক তার কল্পলোকে আলোক শিখার মতো উজ্জল ছিলো। এই বীর শহীদদের প্রতীক তাকে অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে শক্তি এবং সাহস যুগিয়েছিলো।

একদিন স্কুলে জয়া ইলিয়া মারোমেট সম্পর্কে তার নোট বইতে লিখেছিলো ঃ জীনের দুষ্ট প্রভাব যখন ছেড়ে গেলো তখন সোভিয়েত মাটিকাই তাঁর ভেতরে নুতন শক্তির জন্ম দিলো। মৃত্যুর এই চরম মুহূর্তেও জয়ার হৃদয়ে সোভিয়েত দেশের মাটি অপূর্ব শক্তির সঞ্চার করেছিলো। এমনকি শত্রুরাও বিস্মিতি হয়ে এই শক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

BanglaBook.org

কার্ল বেয়ারলেইন নামে একজন জার্মান ননকমিশনড অধিনায়ককে লালফৌজের সৈন্যেরা বন্ধী করেছিলো। ৩৩২ নং পদাতিক রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেনান্ট কর্ণেল রুদোয়ার যখন জয়ার উপর অত্যাচার করেছিলো তা স্বচক্ষে দেখে লিখেছিলো ঃ

"তোমাদের ক্ষুদ্র বীরাংগনা পাথরের মতো অটল রয়ে গেলো। সে বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ জানেনা। শীতে সে নীল হয়ে গেল। ক্ষত বেয়ে রক্তধারা ছুটলো অথচ কথা সে কিছুই বললোনা" জয়া ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেবার সময় তার বুকে দেশের ছবি এবং মুখে ছিলো স্তালিনের নাম । মরে সে আসন্ন বিজয়ের সূচনা করে দিলো।

হিটলারদের অনুচরদের জঘন্য অপরাধ, হৃদয়হীন নির্যাতন যারা নিজের চোখে দেখেছে, তাদের অনেকে এখনো বেঁচে আছে। জয়ার দেহাবশেষ যেখানে স্থান পেয়েছে সে কবরের মতো তার সংগ্রামের স্থানটিকেও সংরক্ষিত করা হয়েছে। সহজে চোখে পড়েনা এমনি কবরকে জড়িয়ে আছে রাশি রাশি উজ্জ্বল গৌরবের শিলা। সাহসী বালিকাটির নাম ফ্যাসিষ্টদের হাত থেকে যুক্ত গ্রামগুলোর মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। লাল ফৌজেরা তানিয়ার স্মৃতিতে কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলো। এবং শত্রুদেরকে কামানের গোলার আঘাতে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলো। তার স্মৃতি জনগণের মনে নুতন প্রেরণা, নূতন শক্তির জন্ম দেয়। একজন ইতিহাসের ছাত্র প্রাভদাতে লিখেছিলো ঃ

'এখনো সোভিয়েত জনসাধারণের বেঁচে থাকার মতো অনেক কিছু রয়েছে। যদি কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে আমি আবার এই বিষাদমাখা কাহিনীটা পড়ে সুন্দরী এবং দুঃসাহসী সৈনিক মেয়েটির মুখের দিকে তাকাবো।"

তানিয়ার মা'র বেতার বক্তৃতা

[প্রিয় কমরেডবৃন্দ!

আমি আপনাদের সামনে যারা আমার মেয়ে জয়ার বন্ধু এবং সহপাঠী আছেন, তাঁদের সামনে দু-চারটি কথা বলতে চাই। মায়ের অন্তরের গভীর থেকে যে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে আমার আজকে আপনাদের কাছে, তা হলো আমার মেয়েকে যে অসভ্য বর্বর ফ্যাসিস্টরা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জিজ্ঞাসা।

কমরেডবৃন্দ! জয়ার সম্পর্কে কিছু বলা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা নিজেরা তা বুঝতে পারবেন। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়তম, সবচেয়ে

BanglaBook.org

তা সত্ত্বেও আমি অবশ্যই আপনাদের কাছে জয়া সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমি আপনাদের সকলকে বলবো আমাদের তরুণদেরকে বলবো, আমি আমার মেয়ের জন্যে গর্বিত এমনকি জয়াকেও বলছি যদিও সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেনা তবু বলছি, মেয়ে আমার, তোমার জন্য আমি গর্বিত।

কমরেডবৃন্দ, জয়ার ছিলো একটি পরিস্কার কথা এবং একখানি উজ্জ্বল , পবিত্র, উষ্ণ এবং সাহসী হৃদয়। তার ছিলো একখানি সংগ্রামী হৃদয়। কমরেডগণ, আমি আর জয়া পরস্পর খুবই ঘনিষ্ট ছিলাম। আমাদের মধ্যে শুধু মা মেয়ের সম্বন্ধ ছিলো না -আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুও ছিলাম। আমাদের আনন্দ এবং দুঃখ আমরা ভাগাভাগি করে নিয়েছি। আমি জানি নিজের জীবন সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্পর্কে, তরুন সাম্যবাদী লীগ সম্পর্কে জয়ার অনুভূতি কি নিবিড় ছিলো। আমি মেয়েকে নিয়ে সুখী এবং আনন্দিত ছিলাম। যখন আমার খুব খারাপ লাগতো, সে আমার কাছে মুখের দিকে চেয়ে বলতো, দুঃখ করো না মা মণি, সবকিছুর অবসান হয়ে যাবে।

তার বুকে দুর্জয় সাহস ছিলো এবং তার নৈতিকতা ছিলো খুবই উন্নত মানের। তার চেয়ে বয়সে আমি বড়ো, জীবনে তার চেয়ে অভিজ্ঞতাও আমার বেশি, তবু সে জীবনের দুঃখ কষ্ট এবং ব্যর্থতার বোঝা বইতে আমায় সাহায্য করেছে।

প্রিয় কমরেডবৃন্দ, জয়া আমাকে বলেছিলো সে ফ্রন্টে যাচ্ছে। সে আমাকে বলেছিলো "মা-মণি, আমি একজন প্রকৃত সৈনিক হতে ফ্রন্টে যাচ্ছি। এতোটুকু পর্যন্ত তোমাকে বলতে পারি মা-মণি তুমি দেখ মা-মণি ফ্যাসিষ্টরা যখন মস্কোর দিকে হানা দিচ্ছে তখন আমি ঘরে বসে থাকতে পারিনে..."। আমি স্বীকার করি সেদিন আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনি। তা ছিলো আমার জন্য অপ্রত্যাশিত পরক্ষণে খেয়াল হলো, আমার মেয়ে এতো কম বয়সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

জয়া আমাকে শোকার্ত দেখে বলেছিলো, সে কথাগুলিই আমি অবিকল বলছি "মা তুমি কাঁদছো কেন? তুমিই কি সৎ এবং সাহসী হতে বলোনি? আমার বুক গর্বে ভরে উঠেছে কেননা আমি ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। আমার জন্য আরো গর্বের বিষয় আমি ফ্রন্টে যাচ্ছি। চোখে জল নিয়ে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়োনা।"

আমার চোখের পানি চোখে মুছে গেলো। তার চোখে মুখের দিকে চেয়ে নিজেও লজ্জা পেয়ে গেলাম। দুরন্ত উত্তেজনায় জয়া ছটফট করছিলো। বিশেষ করে সে রাতে আমি আর জয়া প্রাণ খুলে কথা বললাম।

জয়া আমাকে রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত তার সংগে যেতে বললো। সে একটি ছোট কীট ব্যাগ বহন করছিলো। ব্যাগটি আমি তাকে দিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমরা পরস্পর বিদায় নিলাম। জয়া আমাকে বলেছিলো মা-মণি আফশোস্ করোনা, হয়তো আমি বীরাংগনা হিসাবে ফিরে আসবো নয়তো বীরাংগনা রূপেই মৃত্যু বরণ করবো। এখনো তার উৎফুল্ল এবং গর্বিত কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে।

BanglaBook.org

তার মুখে সুন্দর হাসিটি আমার চোখের সামনে জেগে উঠে কিন্তু তাকে আমি আর দেখিনি।

কমরেডবৃন্দ! আমার অন্তরে যে আঘাত লেগেছে.. সময়ের আবর্তন বিবর্তন অন্তরের আঘাত ভুলিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু আমি গর্বিত যে আমার মেয়ে সাহসিকতার সংগে এক মহান উদ্দেশ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত অটল অবিচল এবং নিষ্ঠার সংগে সংগ্রাম করেছে। মহানুভব ব্যক্তির মতো, একজন প্রকৃত যোদ্ধার মতো, একজন প্রকৃত সাম্যবাদীর মতো জয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

কমরেডবৃন্দ! জয়াকে কেউই ভূলতে পারবে না ভেবে আমি আনন্দিত হই। আমার মাতৃহৃদয়ে যতোদিন শোণিতধারা প্রবাহিত হবে ততোদিন পর্যন্ত জয়া জীবিত থাকবে। যখন আমি থাকবোনা তখনও জয়া আপনাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। এমনকি আপনাদের সন্তান-সন্ততিরাও তাকে কারুণ্য বিগলিত স্বরে স্মরণ করবে। যে দিন প্রাভদাতে তানিয়া প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়েছিলো সেদিন আমি গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলাম। আমি পত্রিকা পড়িনি কিন্তু আমার চারপাশে শুনতে পেলাম মানুষ চীৎকার করছে, তানিয়া! তানিয়া!

এই দুঃসাহসী মেয়েটি নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে সে সম্বন্ধে বলা বলি করছে। তখন আমার মাথায় ঢুকেনি যে তানিয়াই আমার জয়া শুধু আমি চিন্তিত মনে জয়ার কথাই ভাবছিলাম. জানিনা ফ্রন্টে সে কেমন আছে। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম আমার মেয়ে জয়াও যখন, এমন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবে তখন সেও এই দুঃসাহসী মেয়ে তানিয়ার মতো ব্যবহার করবে।

তারপরেই জানতে পারলাম এই তানিয়াই আসলে আমার মেয়ে জয়া।

কমরেডবৃন্দ! ঐ রক্তপিপাসু নাজী দস্যুরা চিরতরে নিপাত যাক, তাদের মা মেয়েরা আমার মতো ভয়াবহ ভাবে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হোক। আমি যেমন অনুভব করছি নাজী জল্লাদেরাও তেমনি ভাবে নিজেদের মা মেয়ের শোক ব্যথা অনুভব করুক। ফ্যাসিবাদ শেষবারের মতো চীরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কমরেডেবৃন্দ আমি তা জানি। কিন্তু আমি প্রিয়তম সন্তানহারা একজন মা হিসাবে আপনাদেরকে বলছি, আপনারা যতো শীগ্‌গীর সম্ভব আমার জয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

যুবকবৃন্দ! আপনারা জার্মান পশুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহন করুন যারা আমার মেয়ে জয়াকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে।

আমার ভুলতে না পারা মেয়ে জয়ার নামে আপনাদেরকে বারবার বলছি, আপনারা প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। আপনাদের দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলুন। জার্মান জল্লাদদেরকে মৃত্যুর পঙ্কিল গহ্বরে নিক্ষেপ করুন।

BanglaBook.org

ফ্রন্ট থেকে চিঠি

লওনভ কসমোডেমিয়ানস্কাইয়া, জয়া কসমোডেমিয়ানস্কাইয়া, (তানিয়া) সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরাংগনার মা সমীপেষু।

এখন রাতের বেলা অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। আকাশের অবস্থাও ভালো নয়। আমরা লালফৌজের পাঁচজন অধিনায়ক এখন পরিখার ভেতরে বসে আছি। অনেকক্ষণ আগে আজকের মত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আগামী কাল ভোরে আলো দেখা দেবার সংগে সংগে নুতন উদ্যমে আবার শুরু হবে।

আমাদের এখন ঘুমানো উচিত। কিন্তু ঘুম আমাদের চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। লালফৌজের জোয়ানদের উদ্দেশ্যে আপনি যে বেতার বক্তৃতা দিয়েছেন তার পূর্ণ বিবরণ আমরা পড়েছি। আমরা পূর্বে এতো মর্মস্পর্শী, এতো অন্তর কাঁপানো কিছু পড়িনি।

যুদ্ধের পথ পরিক্রম করার সময় দেখেছি, নগর এবং গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কৃষকবধু পাগল হয়ে বুকের মাঝে দু'হাতে আঁকড়ে ধরছে শিশুকে। শীতে জমে শিশুরা দম আটকে মারা গেছে। মেয়েদের উপর চূড়ান্ত পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে। শতো শতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ফাঁসী কাঠে ঝুলানো হয়েছে। আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি হিটলারের রক্তপিপাসু অনুচরেরা এসব দৃশ্য পেছনে রেখে গেছে। গোটা যুদ্ধে কখনো আমাদের চোখ থেকে পানি বেরোতে দেইনি।

তা সত্ত্বেও আজকে আপনার বক্তৃতা আমাদের পাথুরে চোখেও পানি টেনেছে। আমরা তা মুছে ফেলেছি। মুছে ফেলেছি এবং আমরা তানিয়াকে কখনো ভুলবনা। তার প্রতিশোধের জন্য জার্মান পশুদের ক্ষমা করবো না। তার পবিত্র অবয়ব আমাদেরকে গতিশীল করে, আগ্নেয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করে, ডাক দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

মা, আপনি আমাদের হৃদয় নিঙড়ানো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। যেহেতু আপনি আমাদের জন্য একজন বীরাংগনাকে পৃথিবীতে এনেছিলেন।

চরম বিপদের মুহূর্তে সৈনিকের মনে তানিয়ার নাম বিদ্যুৎ রেখার মতো জ্বলে উঠে এবং তানিয়ার নাম চিরতরে গাঁথা হয়ে গছে।

আমাদের মনে পড়ে, লিভবের নিকট একটি যুদ্ধে জার্মানেরা দ্রুত আমাদের পরিখার দিকে এগিয়ে আসছিলো। আর একটু হলেই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু হঠাৎ একজন মেয়ে সংকেতদাত্রী আমাদের সামনে এসে বললো-

"কমরেডবৃন্দ! কেন আপনারা পরিখার ভেতরে শুয়ে আছেন? এগিয়ে যান..!"

আমরা নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠলাম এবং পরিখার বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। উচ্চঃস্বরে কোলাহল করে সৈন্যরা বেয়নেট হাতে উৎফুল্লভাবে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলো!

BanglaBook.org

কিন্তু মেয়ে সংকেতদাত্রীটি পড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত শত্রু ধ্বংস হলো এবং আমরা জয়ী হলাম। আমরা তার কি নাম ছিলো জানতাম না। এখন আমরা তার নাম রেখেছি তানিয়া।

না মা, আমরা তানিয়াকে কখনো ভূলবো না। আমরা অবশ্যই তানিয়ার বদলা নেবো। সে বীরের মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছে। কিন্তু তার স্মৃতি আমাদেরকে জাগিয়ে রেখেছে।

তানিয়া জীবন্ত। মনে রাখুন মা-মনি। জয় আমাদের হবে। আমাদের সামরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

সিনিয়র লেফটেন্যান্টবৃন্দ

কোরিয়াগিন,কুর্তাশ্চেভ, মিতুজভ

উত্তর পশ্চিম রণাংগন। লেফটেন্যান্ট বারসুমিয়ান

জুনিয়ার পলিটিক্যাল ইনস্টাক্টর

দেশিয়াতানিক।

আমার মেয়ে জয়া

তানিয়ার মায়ের জবানীতে

তেমবভ অঞ্চলের উত্তর দিকের কাছাকাছি ওসিনোভিয়িগাই গ্রামের অবস্থিতি। এই নামকরণের পেছনে বুড়ো বুড়ীরা বলে থাকে সমগ্র জেলার যে অংশে জনার, ওট এবং যবের ক্ষেত সে অংশ গভীর দুর্ভেদ্য জংগলে ভর্তি ছিলো।

বিপ্লবের পূর্বে ওসিনোভিয়ির লোকসংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। গ্রামে ছিলো একটি বিরাট বাজার। শুক্রবারে বাজার বসতো। গ্রামের অনেক মানুষ মস্কো, তেমবভ অথবা পেনজাতে সেখানকার কারখানায় কাজ করে কিছু পয়সা উপার্জন করতে যেতো। ফিরে এলে তারা শহুরেদের মতো কাপড়-চোপড় পরতো। রাস্তায় হাঁটবার সময় বুট জুতায় ঘটাঘট আওয়াজ তুলতো। প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ একজন মস্কো অথবা অন্যকোনো বড়ো শহরে যেতো। যে জন্য ওসিনোভিয়িগাই গ্রামের লোকেরা সাদাসিদা মানুষ ছিলো না; বরং তাদেরকে দুনিয়া দেখা মানুষ বলা যেতে পারে।

বিপ্লবের পরে গ্রামখানিতে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলো। স্কুলের সংখ্যা দু'টির স্থলে দশটিতে দাঁড়ালো। জোয়ান অগ্রগামীরা লাল কিশান উড়িয়ে উইলো গাছের তলা দিয়ে প্যারেড করতে শুরু করলো। তরুণ সাম্যবাদী লীগ প্রতিসন্ধ্যায় সখের থিয়েটার, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের আয়োজন করতে লাগলো। ভ্রাম্যমান ক্যামেরার সাহায্য প্রায়ই সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হতে লাগলো। শিক্ষকেরা, ডাক্তারেরা এবং খামারের বিশেষজ্ঞরা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। পিপলস হাউজ এবং

BanglaBook.org

গ্রন্থাগারগুলো সব সময় মানুষে ভর্তি থাকতো।

গ্রামের দ্রুত উন্নতি সাধিত হচ্ছিলো। জীবন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিলো। ১৯২৩ সালের সে শান্ত সুন্দর দিনটির কথা এখনো আমার মনে পড়ে। ঐ দিন জয়া জন্মগ্রহণ করেছিলো। অনেকগুলো ছেলে জন্মের পর আমাদের পরিবারের সকলে তাকে আদর করতো। সে ছিলো সবচাইতে দুঃসাহসী।

আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতাম। এতো উষ্ণ তুলতুলে ছিলো সে। তাকে আদর করতাম, চুমু, খেতাম, তার সংগে কথা বলতাম। আমার মনে হতো আমার মেয়ে আমার কথা বুঝে। তাকে সংগে সংগে রাখতে আমার খুবই ভালো লাগতো। যখন তার ভাই শুরিক জন্মগ্রহণ করলো আমরা তাকে বেড়ে উঠা শিশু হিসাবে মনে করতাম; যদিও তার বয়স তখন দু'বছরও নয়।

আমি তাকে ঘরের ছোটখাটো কাজ করতে অভ্যাস করিয়েছিলাম। শীগ্‌গীরই সে খেলার ছলে নানারকম কাজ আয়ত্ব করে ফেললো।

পুতুলখেলা সে খুব পছন্দ করতো না। সর্দারী করার দিকে তার বরাবর ঝোঁক ছিলো একটু বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই তার বন্ধুরা তাকে তাদের ক্যাপ্টেন মেনে নিলো।

জয়ার ছয় বছর বয়সে আমরা ইয়েনিসিয়ি অঞ্চলের সাইবেরিয়ান শহর ক্যানস্যাক-এ চলে গেলাম।

নতুন আবাসকে সে খুবই ভালোবাসতো। চারদিকের জগতের দিকে সে অবাক জিজ্ঞাসা ভরা চোখে চাইতো।

সিটকিনো জেলায় আমাদের যাওয়ার কথা। সবকিছু পাকাপাকি করে আমি আর আমার স্বামী জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাদার জন্যে ঘরে চলে এলাম। কিন্তু জয়াকে পাওয়া গেলো না। বললো একসঙ্গে তারা খেলা করেছে একটু আগে, তারপরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার স্বামী তাকে খুঁজতে বের হলেন। আমি বসে চোখের জল ফেলছিলাম। আমার উদ্বেগ আমাকে শান্তভাবে বসে থাকতে দিচ্ছিলো না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইলাম। অবশেষে জয়া আমার স্বামীর হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসলো পাশাপাশি। সে বাজারে ঢুকে পড়েছিলো। এবং কিছু চুয়িংগাম কিনে আরো অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো।

জয়া এই আজব শহরের আজব মানুষগুলোকে দেখেও কোন ভয় পেতো না। তখন থেকেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার অধিকারী ছিলো। সে জংগলের দিকে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে আসার পথের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলো।

তাকে সামরিক ষ্টেশনে নেওয়া হলো আমার স্বামী যখন সেখানে পৌছুলেন তখন সে নিশ্চিন্ত মনে চা পান করছে। শান্তভাবে তার জন্মভূমি থেকে এখানকার পরিবেশ সব দিক দিয়ে কি রকম ভিন্ন সে কথা বলে যাচ্ছে। তারপরে যে গ্রামে আমরা বাস করতে লাগলাম তখনও সেখানে প্রচুর কুলাক বাস করতো। একজন মানুষের এতোগুলো ঘোড়া, এতোগুলো গরু, শত শত ভেড়া এবং এতোবড় ঘর কেমনে

BanglaBook.org

থাকতে পারে সে কথা ভেবে জয়া হতবুদ্ধি হয়ে যেতো। তার এতো সবের কিসের প্রয়োজন? এই সকল অঞ্চলের মুক্ত স্বাধীনতা তার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

শহুরে মেয়ে সে, গ্রামের প্রকৃতির কোলে সে বেড়ে উঠেনি কিন্তু এখানে সে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শুরু করলো।

এই অঞ্চলে বালতির সাহায্যে বেরীফল তোলা হতো। বেরীফলে জংগল পরিপূর্ন ছিলো। কিন্তু সংগ্রহকারীদেরকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যেতে হতো নয়তো শুয়োরগুলো তাদের কাজে প্রচন্ড বাধা হয়ে দাঁড়াতো।

এখানে গরম কালে বার্ডচেরী এবং খারাপ জমিতে হোর্টেলবেরী ফল পাকতো। সাইবেরীয়ানরা রাস্তায় রাস্তায় বার্ডচেরী শুকায় শুকিয়ে কলে পেষাই করে। বাদামী রংগের মিষ্টি আটা দিয়ে চা খাওয়ার চমৎকার পিঠা তৈরী করে।

প্রত্যেক ঘরে টব ভর্তি বেরীফল এবং ব্যাঙের ছাতা শীতকালের জন্য জমা করে রাখা হতো। নৌকাগুলো কানায় কানায় মাছ ভর্তি করে নদী দিয়ে ভেসে যেতো। কিছুই জয়াকে নদী এবং বন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারতো না। ভাল্লুক দেখে ভয় পাওয়ার চেয়ে সে আনন্দিতই হতো বেশি। সে তার ছোটো ঝুড়িটি নিয়ে জিপপীতে চড়ে উধাও হয়ে যেতো। সবদিকেই ছিলো বন। পুরোনো সিদার, পাই, রূপোলী ফার এবং পাইন গাছ এতোঘনভাবে সন্নিবিষ্ট ছিলো যে এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে কাঠবিড়াল লাফিয়ে বেড়াতো। এই গহীণ জঙ্গলে সব সময় নিথর শান্তি বিরাজ করতো। বন্য শূকর বিরাট চিতাবাঘ এই দূর্গম জঙ্গলে লূকিয়ে থাকা বিচিত্র কিছু নয়। তার পায়ের তলায় গাছের পাতা-পল্লব, ঝোপজাড়, সামনের মাটিতে শুকনো গাছের ডাল মাটিতে ভেংগে পড়ছে, প্যাঁচা এবং বাজগুলো বিশ্রী শব্দ উচ্চারণ করছে; কিন্তু কিছুই তাকে দমাতে পারতো না। "আমরা বেশী দূরে যাচ্ছি না। শীগগীর ফিরে আসবো।" কথা ক'টি আমাকে বলে শুরাকে সংগে করে অথবা প্রতিবেশী একটা ছেলেকে নিয়ে সে চলে যেতো।

পরে সে সব বলতো। সারা সন্ধ্যে ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ মেলে উত্তেজনা সহকারে যা দেখেছে বলে যেতো।

প্রথম দিন থেকেই জয়া বিশাল প্রশস্ত নদীটাকে ভালবাসতো। জীবনে সে এতো বড় নদী এবং এতো খরস্রোতা নদী কখনো দেখেনি; একদৃষ্টে সে নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকতো। তার মনে নদী এবং বন কোনটার প্রভাব বেশি ছিলো বলা যায় না। নদীর তীরে সে বসে চিরন্তন স্রোত এবং আবর্তের দিকে তাকিয়ে থাকতো। দেখতে দেখতে তার মাথা ঘুরতো। তার মনে হতো, স্রোতের মতো সেও একটানা ছুটছে।

শুরাকে সংগে করে জয়া নদীতে জল আনতে যেতো। সে চায়ের কেতলী অথবা ছোট্ট বালতি নিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে ডুবিয়ে জল ভরতো। তার ছোট ভাই তাকে কলসী বয়ে আনতে সাহায্য করতো। অক্টোবর মাসে নদীর জল জমে বরফ হয়ে যেতো

BanglaBook.org

এবং মে পর্যন্ত সে বরফ অক্ষত থাকতো। গরম কালের প্রথম কয়েকদিন অধিবাসীদের মধ্যে জলপ্লাবনের জন্য চূড়ান্ত উত্তেজনা লক্ষ্য করা যেতো। গলন্ত বরফ চারপাশের জনসাধারণের জীবনে সত্যিকারের বিপদ ডেকে আনতো। বসন্তের বন্যা ঘরবাড়ি গরু-বাছুর সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। সমস্ত গ্রামখানা অতল জলের নীচের ডুবে যেতো। অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিতো।

জয়া বয়স্কদেরকে আসন্ন বিপদের কথা বলাবলি করতে শুনলো। তার কাছে ছিলো তা এক নূতন অদেখা এক অভিযানের মতো ব্যাপার।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

তা হলে মা-মণি আমরা কবে ঘরের বার হবো?

আমি জবাব দিলাম ঃ অন্যান্যদের মতো আমরাও নৌকায় উঠবো।

বাড়ির পাশেই নদী। খাড়া পাড়ের উপর আমাদের ঘর।

বসন্তের বন্যা শুরু হবে শীগ্‌গীর শুরা , তুমি কি ভয় পাওনি?

জিজ্ঞেস করলো জয়া।

'তুমি পেয়েছো ভয়?'

'আমি! মোটেই না।'

তার ছোট ভাই জবাব দিলো-তা'হলে আমিও ভয় পাইনি।

কিন্তু সে বছর কোন বন্যা হলো না। জয়া হতাশ হয়ে অনুভব করলো যে পাহাড়ে কোন অছিলায় আর পালিয়ে যাওয়া হবে না।

জয়া গান ভালোবাসতো। সাইবেরিয়াতে গৃহযুদ্ধের সময় থেকে সৈন্যদের গান খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, জয়া বিশেষভাবে সৈন্যদের গানকেই খুব ভালবাসতো।

জয়া প্রায়ই ছবি দেখতে যেতো। ছবিতে তাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতো অন্যকিছুতে নয়, ছবির শুরুতেই যে কমিউনিটি সংগীত বাজানো হতো এবং সকলে তাতে অংশগ্রহণ করতো সে সংগীতই তাকে বেশী মুগ্ধ করতো।

সত্যিকার ভাবে তারা খুবই ভালো গাইতো। বিষাদমন্ডিত আবেগে ভরা ছিলো তাদের কণ্ঠস্বর। এ মুহূর্তে গানের জয়ার প্রিয় কলিগুলো স্মরণে আনতে পারছিনে, কিন্তু গানের শেষ পংক্তিটি এখনো আমার কানে বাজে। তা ছিলো তরুণ সৈনিক তারপরে মৃত্যুকে বরণ করলো।

১৯৩০ সাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামগুলোয় যৌথ খামারের সৃষ্টি হলো। কুলাক একটা শ্রেণী যৌথ খামারের বিরোধিতা করতে লাগলো। আমাদর গ্রামে অন্যান্য সমবেতভাবে বাধা দেবার জন্য দল গঠন করলো। প্রথম বারে যৌথ খামারের সক্রিয় সদস্যদের উপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো।

BanglaBook.org

আমার মনে পড়ে সাতটি কফিনে ঢাকা যৌথ খামারের সমর্থকদের মৃতদেহ আমাদের জেলাতে আনা হয়েছিলো।

তাইশেঠের একটি ব্যান্ড পার্টিকে শহীদদের বিশেষ কৃত্য অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাবার জন্যে ঠিক করা হয়েছিলো। ফুলের মালায় জড়িয়ে আত্মীয় এবং বন্ধুরা ব্যান্ডের করুণ বাজনার তালে তালে লাল কাপড়ে আবৃত সাতটি শহীদের শবকে যে গৃহে তারা চিরতরে শুয়ে পড়বো সে গৃহে আনা হলো। অধিকাংশ দর্শকের চোখের কোণের উদ্‌গত অশ্রুর ভিড়। সে অনুষ্ঠান যারা দেখেছে তারা তা জীবনে ভুলবে না। শিশুর অপরিণত মনের উপর সে দৃশ্যটি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

গ্রামের চত্বরে জেলা শাসন কমিটির অফিসের মুখোমুখি একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হলো। এই স্মৃতি সৌধের উপর আরেকটা আবরণী তারা তৈরী করেছিলো এবং মাটিতে কিছু বেঞ্চি পেতে রেখেছিলো। শিশুরাই ছিলো এখানেকার সংখ্যাধিক পরিদর্শক। জঙ্গলের মধ্য থেকে ফুল তুলে এনে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে কবরের উপর রাখতো এবং বেঞ্চিগুলোর উপর বসে থাকতো।

এক সময়ে জয়া একখানা বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে, বড়রা যেমন বক্তৃতা করে তেমনি ভাবে বলতো। ছেলেমেয়েরা সামরিক কায়দায় সালাম করার ভঙ্গীতে খেলনা পিস্তল থেকে গুলী ছুঁড়তো। তারা ঘরে ফিরে যাবার সময় সৈন্যদের গান গাইতো।

অকুতোভয় সৈন্যদের গাওয়া সে সুমধুর সঙ্গীতের চেয়েও বেশি গভীরভাবে তার রেশ আমাদের গৃহগুলোকে ভরিয়ে তুলতো।

প্রায় এক বছর হলো আমরা সাইবেরিয়া ছেড়েছি। মস্কোর উপকণ্ঠে তিসিরায়েজেফ একাডেমী সংলগ্ন একটি স্কুলে আমি শিক্ষকতা করছিলাম। ছাত্রদের অনেকেই ছিলো একাডেমী কর্মীদের ছেলেপিলে। আমি এই স্কুলে জয়া এবং শুরাকে বদলী করে আনলাম। তখন তাদের বয়স ছিলো যথাক্রমে আট এবং ছয় বছর।

কিছুদিন হলো জয়া ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওসিনোভিয়িগাই গ্রাম থেকে গায়ে গতরে আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে ফিরে এলো। আগের তুলনায় তার চলা ফেরা আচার আচরণে সে অনেক সাহসী হয়ে উঠলো। দীর্ঘদিন অসুখের সময়ে সে তার বয়সের ছেলেমেয়ের সঙগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিলো। তার দাদা-দাদী দু'জন মানুষই প্রকৃতপক্ষে তার বিছানার পাশে থাকতেন। অনুভূতিশীল এবং অনুকরণপ্রবণ ছিলো বলে সে তার বুড়ো সঙ্গীদের অনেক কথাবার্তা এমন কি কথাবার্তার ভংগীটুকু পর্যন্ত নকল করে ফেলেছিলো।

একদিন জয়া দেখতে পেলো কতগুলো ছেলে ধুমপান করছে। সে তাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে তার দাদী মভরা-মিখাইলোভনার ভঙ্গীতে বকা-ঝকা করলো। সে বললো ঃ ছোট ছোট ছেলেরা তোমরা যে ধুমপান করছো, কিন্তু জানো না এ থেকে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

BanglaBook.org

অন্যদিন এক প্রতিবেশীর ছোটো মেয়েকে একটি বক্তৃতা পড়তে শুনে সে বললো ঃ প্যারানিয়া, তুমি হিক শহরের অধিবাসীর মতো বলো কেন? অন্যেরা কেমন করে কথা বলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলেই তুমি আসল উচ্চারণটা পেয়ে যাবে শীগ্‌গীর।

অনেক আগে জয়া তরুণ অগ্রদূতে যোগ দিয়েছিলো। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির ফলে চরিত্রের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে এবং জীবনের গভীরে শিকড় ছড়াতে থাকে তখন জয়ারও ছিলো সে বয়স।

প্রথম থেকেই সে তরুণ অগ্রগামীতে (পরে যা তরুণ সাম্যবাদী লীগে পরিণত হয়েছে) তার সদস্যপদকে খুবই সম্মানের এবং মহৎ দায়িত্বের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলো।

তরুণ সাম্যবাদী লীগের সদস্য হওয়ার প্রথম শর্ত সত্যবাদী হওয়াকে সে অত্যন্ত সাবধানতার সংগে গ্রহণ করেছিলো। সে হামবড়ামী এবং কপটতাকে মোটেই বরদাশত করতে পারতো না। ক্লাশে যে ছেলে অথবা যে মেয়ে মিথ্যা বলেছে তার কাছে সোজাসুজি গিয়ে

এমন এক ভংগীতে কৈফিয়ত তলব করতো যার কোন তুলনা হয় না। তারপর বলতো এখন সত্য কথা বলো, অগ্রগামীর সদস্য হিসাবে তোমার কথার নিশ্চয়ই দাম আছে। হাত তোল এবং যা করেছো স্বীকার করো। এই কৌশলে সে সাধারণতঃ আসল স্বীকারোক্তি বের করতে সক্ষম হতো!

রুমাল ছাড়া কোনো অগ্রগামীকে হাঁটবার সময় ধরতে পারলে সে সহজে তাকে ছাড়তো না। বলতোঃ মতলব খানা কি? তুমি একজন অগ্রগামীর সদস্য অথচ তোমার সংগে রুমাল নেই? তিন কোনা রুমাল যা অগ্রগামীর সদস্যদের পরিচয় বহন করতো তার জন্যে সে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতো।

আগের মতো ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকটি খেলায় সে ছিলো নেতা এবং ক্লাশেরও নেতা হিসাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে কড়া নজর রাখতো। তার খেলার সাথীরা পরস্পর ঝগড়া হলে মিটিয়ে ফেলার জন্যে তার কাছে আসতো। তারা যদি খুব গোলমাল করে এবং তার কথা না শোনে সে একটি চেয়ারের উপর উঠে তার বক্তব্য ধৈর্য ধরে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে দিতো। যা ভালো বলে বুঝেছে তার সমর্থনে সে সর্বশক্তিব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

নীচের ক্লাস থেকেই জয়া লেখাপড়ায় ভালো ছিলো। খুব সতর্কভাবে সে তার পড়া তৈরী করতো আর স্কুলের পাঠ্যবই এবং নোটবই সব সময় পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন থাকতো কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত ফেলতো না সে। আমি আর আমার স্বামী দু'জনেই কাজ করতাম বলে জয়াকে মাঝে মাঝে বাজারে যেতে হতো এবং আমাদের জন্য ডিনার তৈরী করতে হতো। এসব সে খুবই সুন্দরভাবে সমাধা করতো, কিন্তু পুরানো রীতিতে নয়। জয়া কখনো নোংরা ভাবে কোন কাজ করেনি এবং অন্যকেও করতে দিতো না।

BanglaBook.org

যখন সে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো তখন থেকে ছাত্রদের সম্মানের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হলো। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর সে বিশিষ্ট ছাত্র হিসাবে সমগ্র ছাত্রজীবন চিহ্নিত হয়ে আসছিলো।

সে ১৯৩৮ সনের অক্টোবর মাসে তরুণ সাম্যবাদী লীগের যোগদান করলো। সে দিনটি তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। অত্যন্ত সতর্কতার সংগে সে এই ঘটনাকে গ্রহণ করেছিলো। অনেক বেশী রাজনৈতিক পড়াশোনা করেছিলো, এজন্য তার সদস্যপদ লাভের জন সে তরুন সাম্যবাদী লীগের সংবিধানও পরীক্ষা করে দেখেছিলো। তার ভর্তির পরে আমাকে লীগ বই দেখানোর সময় কি গর্বিত এবং উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো তাকে!

লীগ বইকে সে সর্বক্ষণ তার চোখের মণির মতো পাহারা দিয়ে রাখতো। অপ্রয়োজন আমাকে কিংবা শুরাকেও সে ময়লা হবার ভয়ে বইটি ধরতে দিতো না। তরুন সাম্যবাদী হিসাবে যেমন সে তার রেকর্ডকে দাগহী রেখেছিলো তেমনি লীগ বইকেও দাগহীন রাখতে চেষ্টা করতো।

আমি জানতাম যদিও সে স্কুলে প্রচুর সামাজিক কাজ করছিলো তবুও সে রকমের কাজ খুবই অত্যল্প মনে হতো। সেজন্য সে প্রতিবেশীর একটি শিশুকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগলো। তারপরে সে তার তরুণ সাম্যবাদী লীগের সহাধ্যায়ীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো; তারাও অর্দশিক্ষিত লোকদের শিক্ষিত করে তুলবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলো। যারা কর্তব্য কর্মে ফাঁকি দিতো তাদের দিকে সে কড়া নজর রাখতো যাতে করে কোন রকমের ফাঁকি কেউ না দিতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে সে বয়স্ক মানুষের শিক্ষা দেওয়াকে সাবধানতা সহকারে এবং মনোযোগের সংগে গ্রহণ করেছিলো। সে আমার কাছ থেকে শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ক বই ধার করে নিয়ে নিজে একটা কারিকুলাম করে ফেললো। স্কুলের বছরের শেষে তার ছাত্র লিখতে এবং পড়তে সমর্থ হলো।

১৯৩৩ সালে আমার স্বামী মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আমাদেরকে জীবনের বেদনাদায়ক বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো।

আমি ভোর সকালে কাজ করতে বেড়িয়ে যেতাম এবং ফিরে আসতাম সন্ধ্যার পর। ঘরের সমস্ত কাজ একলা জয়াকে করতে হতো। তাকে ডিনার করতে হতো, ষ্টোভে আগুন জ্বালাতে হতো, ঘর সাফ করার কাজ করতে হতো, বাজার করতে হতো এবং রুটিন অনুসারে অন্যান্য কাজও করতে হতো।

তার ভাই শুরার কাছে অঙ্ক খুব সহজ ছিলো। ফলিত কারিগরী বিদ্যা এবং ছবি আঁকা ছিলো তার সখ। সে তার সৃষ্টিশীলতার দিকে অধিকতর নজর দিতো এবাং লেখাপড়া করতো ঢিলেঢালা ভাবে। যখন শুধু ভালো হয়েছে এ রকম মন্তব্য তার খাতায় দেখতো তা তার চেয়ে জয়াকে অধিকতর বিচলিত করতো।

সে একদিন শুরাকে বলেছিলো ঃ

BanglaBook.org

–লেখাপড়া হচ্ছে তোমার কাজ, বুঝলে? কাজে ঢিলে দেবার কোন অধিকার তোমার নেই-শুরা তৎক্ষণাৎ ভ্রুকুটি করে তাকে জবাব দিয়েছিলাম ঃ

–আমার খাতায় শুধু ভালো মন্তব্য থাকলে তাতে তোমরার কি? তুমি কি আমার চেয়ে চটপটে নাকি?

–যদি তুমি কিছু ভালো করো, আমাকে দেখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই বইটা তুমি নিলে। তুমি পাতাগুলো উল্‌টিয়ে বইটাকে একপাশে রেখে দিলে। শেখার পথ কিংবা কিছু কবার পথ সেটা নয়। যেটা শুরু করবে সেটা যখন শেষ করবে তখনই তুমি বলতে পারো,

"আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি।"

আজ জয়া আমাদের মধ্যে নেই। তাই প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র এবং প্রত্যেকটি বৃহৎ ব্যাপারে জয়া নিজের সম্পর্কে যা বলেছে তা আমার মনে পড়ছে। এর থেকে আমার মেয়ের চরিত্র আগের তুলনায় অধিকভাবে আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক ঋতুতে তৈরী একটা ব্লকের মতো তার চরিত্রের একটা একক পরিচয় ছিলো।

লেনিন যেমন বলেছেন, "ছোটো ছোটো জিনিসের সমন্বয় বড়ো জিনিসের সৃষ্টি হয়।"ছোটবেলা থেকে আমি তাকে ছোটো কর্তব্য কাজ ফেলে না রেখে করে ফেলতে শিক্ষা দিয়েছিলাম।

এ কথাগুলো সে সব সময় মনে রেখেছিলো।

স্তালিনের এই নিম্নোক্ত বক্তব্য তার স্মৃতিতে সব সময় জাগরূক ছিলো।

"আমাদের দেশে কাজ সম্মান, গৌরব, সাহস এবং বীরত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এই নীতিতে বিশ্বাস করে সে বেড়ে উঠেছিলো। লীগ হেড কোয়ার্টাস ঘর এবং স্কুল যেখানেই হোক না কেন, যে সব কাজ তার করা উচিত বলে ভেবেছে এই অনুপ্রেরণায় সে হাসিমুখে তা সম্পাদন করেছে।

অন্যের ব্যাপারে সে কড়া ছিলো সত্য, কিন্তু নিজেকে নিয়ে তার কড়াকড়ির অন্ত ছিলো না। সে কোনো রকমে বুঝতে পারতো না কিভাবে মানুষ কাজ শুরু করে শেষ না করে থাকতে পারে। এবং শেষ করলেও সুন্দরভাবে তা শেষ না করে।

তার সম্বন্ধে আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি যে জয়া কখনো সময়কে হত্যা করতো না। কিছু করতে হলে সে সকাল চারটায় ঘুম থেকে উঠতো। ঠিক সময়ে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত সে কখনো ঘুমোতে যেতো না।

তার স্মরণীয় বইতে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখে রেখেছে ঃ

"তোমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো। কিন্তু নিজেকে নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করো না অথবা নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে রেখো না। কোনো কিছুর প্রতি

BanglaBook.org

অন্ধ হয়ো না। নিজেকে কখনো এমনভাবে গুটিয়ে রেখো না, কারণ কেউ তোমাকে অহেতুক শ্রদ্ধা করতে না পারে। তোমার মনকে উন্নত করো তাহলে তোমার আত্মবিশ্বাস আপনা থেকেই বেড়ে যাবে।"

আরেকটি বাণী তার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। "ধৈর্য এবং সাহস হলো অতিক্রান্ত বাধা থেকে সৃষ্টি।" তার ধারণা ছিলো একমাত্র মেরুদন্ডহীন জেলী মাছই সুন্দরভাবে কাজ শেষ করতে অকৃতকার্য হয়। কিন্তু মেরুদন্ড বিশিষ্ট মানুষ চেষ্টা করলে সুন্দরভাবে অবশ্যই কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সে নিজে আশ্চর্য ধৈর্য এবং জেদের সঙ্গে সব কাজ করেছে। সে কখনো হতাশ হয়নি এবং কোনো কাজ বাদ দেয়নি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ অংক তার কাছে কঠিন ঠেকেছিলো। গুরা মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করতে পারতো। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে সে তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে।'এটা আমি নিজে নিজেই করবো।' সারারাত সে জ্যামিতির উপপাদ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকতো। কিন্তু শেষভাগে সে সুন্দরভাবে তা সম্পাদন করতো।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। শিশু মেয়ে পূর্ণ বালিকা হিসাবে বেড়ে উঠলো। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে তার অংকের মাথা নেই বলে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। পরামর্শানুসারে সে সাহিত্যের শিক্ষক হবার জন্য মনস্থির করলো। উপরের সিঁড়িতে উঠবার প্রথম ধাপ হিসেবে সে একজন লেখিকা হওয়ার বাসনা পোষণ করলো। কিন্তু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কারো কাছে কিছুই বলেনি। সাহিত্যের দিকে তার বরাবর ঝোঁক ছিলো। টলষ্টয়,গর্কী, নেক্রাসভ, চেরনিসেভস্কী, আমাদের দিনের পরলোকগত নিকালাই অসত্রোভস্কী তাকে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং ধৈর্যের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

সে তার পিতৃভূমিকে, পিতৃভূমির মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে সোভিয়েত দেশের ইতিহাসের প্রতি দিন দিন অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে লোকসঙ্গীত, রূপকথা এবং কথাকাব্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলো। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় 'ইলিয়া মারোমেট' রাশিয়ান ভুমির বীর শীর্ষক একটি রচনা লিখেছিলো। স্কুলের শিক্ষকেরা বলেন এ রকম রচনা দ্বিতীয়টি তাদের হাতে আসেনি।

ইতিহাসের দিকেও জয়ার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিলো। সে আলেকজান্ডার নেভস্কী, আলেকজান্ডার ডনভস্কী, আলেকজান্ডার শোভারভ এবং মাইকেল কুতুজভের উপর অনেক পড়াশোনা করেছিলো। টলষ্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস' এর বর্দিনোর যুদ্ধ থেকে ১৮১২ সালের যুদ্ধ পর্যন্ত সবটা সে নকল করে রেখেছিল মোট বইতে।

এই বীরদের শোষণ এবং জনতার উপর প্রতিশোধকামী ব্যক্তিরা জয়াকে ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত করে তুলতো। সে বর্দিনো এবং ইভান সুসানিনের মৃত্যু আবেগভরে আবৃত্তি করতো।

BanglaBook.org

এদিক দিয়ে জয়া ছিলো খুবই রাশভারী। সে কখনো তার ব্যক্তিত্ব এবং আবেগকে প্রকাশ পেতে দিতো না।

তার অল্প ক'জন অন্তরঙ্গ মেয়ে বন্ধু ছিলো। এক সময়ে প্রতিবেশীর মেয়ে নাস্তিয়ার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্টতা ছিলো। দু'জনের মধ্যে নাস্তিয়া ছিলো বয়সে ছোট। আমার মনে পড়ে যেভাবে দু'জন পুকুরে গোসল করতে অথবা বাগানে ফুল তুলতে যেতো। জয়া ফুলকে খুব বেশী ভালবাসতো। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে সূচীকাজ বা অন্য রকমের কোন হাতের কাজ করতো।

তা সত্ত্বেও জয়া ছিলো হাসিখুশী সামাজিক মেয়ে! আমি জানতাম সে মাঝে মাঝে সত্যিকারের মহান, প্রকৃত এবং সবকিছু হজম করতে পারার মতো বন্ধুত্বের অভাবে ভুগতো। সে আনন্দ করতে ভালবাসতো এবং নাচ, গান ও থিয়েটারে যেতো। আমাকে বলতো, মা, কোন টিকেট ফেরৎ দিয়ো না। তুমি না গেলে আমি যাবো। একটি ছবি দেখে আসার পর যা যা দেখেছে আন্তরিকবাবে হঠাৎ উথলে ওঠা কৌতুকের সংগে বর্ণনা করে যেতো। অনর্গল বলতো-আমি আর শুরা যেনো মঞ্চে উঠে এসব করছি এরকম অনুভব করতাম।

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর জয়া কঠিন মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হলো। তাকে মস্কোর বোতকিন হাসপাতালে নেয়া হল। দীর্ঘদিন ধরে আমরা সর্বক্ষণ চিন্তা করতাম সে এ কঠিন রোগের কবল থেকে সেরে উঠবে কিনা। সত্যিকার বলতে গেলে প্রফেসার মর্গোলিস তাকে মৃত্যুর ছোবল থেকে ছিনিয়ে আনলেন।

ডাক্তার বেলস্কাইয়া যিনি পরে জয়ার চিকিৎসা করেছিলেন আমাকে বলেছিলেন জয়ার রোগটা খুব সাংঘাতিক ছিলো। কিন্তু আমার মেয়ে না কেঁদে, উহু-আহাও না করে সবকিছু সহ্য করলো। হাসপাতালে তাকে সকলে খুব স্নেহ করতো।

একটু ভালো হলেই সে আমাকে কিছু বই নিয়ে যেতে বললো।

সে যে যে বই নিতে বলেছিলো আমি তা নিয়ে গেলাম এবং প্রফেসার মর্গোলিস বিশ্বস্তভাবে তাঁর নিজের সংবাদপত্রখানা এনে দিলেন। যখন অসুখ একটু ভালো তখন তাকে রাজধানীর উপকণ্ঠে সোকোলনিকি স্যানাটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হলো। স্যানাটোরিয়ামে সে চল্লিশ দিন ছিলো। বিশ্রাম এবং সুচিকিৎসার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সে আগের শক্তি ফিরে পেলো।

মাঝে মাঝে আমি তাকে দেখতে আসতাম। সেখানে সে বিশিষ্ট কতকগুলো আকর্ষণীয় মানুষের সংগে বন্ধুত্ব করেছিল। তাদের সঙ্গে আমি তাকে সব সময় দেখতাম। তার মধ্যে ছিলো আর্কাদি গাইদার নামে একজন বিখ্যাত লেখক, যিনি হাসান হ্রদে যুদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া মস্কো থিয়েটারের বিভিন্ন অভিনেতাও ছিলো। তাদের মধ্যে জয়াই ছিলো সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ।

স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করার পর জয়া লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্যকারীদের ধরে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করলো। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে সে বছর পড়াশোনা না

BanglaBook.org

করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। জয়া সে ভাবনা একেবারেই পরিত্যাগ করলো। তুমি কি মনে করো আমার চেয়ে বয়সে ছোটো শুরাকে স্কুলে আমার উপরে পড়তে দেখে বসে থাকবো?

সাফ জবাব দিয়ে সে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলো। শেষ পরীক্ষায় পাশ করলো (তাকে সাধারণ পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো) এবং দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে গেলো।

সে বললো ঃ

মা, আমার অসুখের কারণে যে সব পড়তে পারিনি তা এখনো পূরণ করিনি। আমার অনেক কিছু পড়াশোনা করতে হবে। কোনো ভাবনা নেই। গরমের বন্ধে আমি সবকিছু ঠিক করে নেবো। শরৎকালে আবার আগের মতো সম্মানিত ছাত্রী হবো দশম শ্রেণীতে।

১৯৪১ সালের ২২ জুন তারিখে আমি বাইরে বাজার করতে গিয়েছিলাম বলে রেডিওতে মলোটভের বক্তৃতা শুনতে পাইনি। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, তখন জয়া এবং শুরা এক সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে বলছিলো যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে।

জয়া চোখে মুখে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বললো ঃ

"এখন আমাদের দেশের জীবন ধারা এক ভিন্ন দিকে মোড় নেবে।"

তার চোখে মুখের এমন ভংগী আমি আগে আর কখনো দেখিনি। তখন আমি সমস্ত কাজের পুরো অর্থ বুঝতে পারিনি।

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে শুরা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"তোমাদের মেয়েরা কি কাজে আসবে? তোমাদের একমাত্র কাজ চুপচাপ ঘরে বসে থাকা।"

সকলের মুখে যুদ্ধের কথা। পুরুষেরা সৈন্য বিভাগে চলে গেলো। শীগ্‌গীর শুরা শ্রমিক ফ্রন্টে নাম লিখিয়ে নিলো। তাকে স্মোলেনস্কের কাছাকাছি কোথাও পাঠানো হলো।

"আচ্ছা মা, আমাকে কি সৈন্যদের সংগে যেতে দেয়া হবে না?" আরো বলতো সেঃ "আমার মতে আমি সে কাজের মোটেই অযোগ্য নই।" সে শুটিং গ্যালারীতে ঘন ঘন যেতে লাগলো এবং নিয়মিত সামরিক ক্লাশে যোগ দিতো। সে সময়েই আমার মেয়ের মনে ফ্রন্টের সৈনিক হবার ভাবনা জেগে ওঠে এবং মাঝে কিছু কিছু প্রকাশ পেতো। সে সময়ও আমি সব ব্যাপারকে কৌতুকের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলাম।

জয়া আমার কাছে দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলতো ঃ

–"আহ্ একটিবার সুযোগ পেলে এই অভিশপ্ত নারীদের কয়েকটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম।"

BanglaBook.org

তারপর মস্কোর উপর হাওয়াই হামলা শুরু হলো। জয়া খুবই শান্ত মনে তা গ্রহণ করলো। যারা বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা শিবিরে যোগ দেবার সাহস পেলো না তাদেরকে বিদ্রুপ করলো। সে নিজে একজন অগ্নি নির্বাপক যোদ্ধা হিসেবে নাম সই করলো আর ঘরের চারদিকে মহড়া দিয়ে কাটালো। প্রত্যেকটি উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্তে ছাদের উপর কাটালো।

যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসেই সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো। তার প্রকৃতি আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো এবং অসহিষ্ণুতায় সে সব সময় ওষ্ঠাধর দংশন করতো। আগুনের হল্কা তার চোখে ঝিলিক দিয়ে যেতো।

সোভিয়েত তথ্য সরবরাহ ব্যুরোর বেতার বক্তৃতা শুনে তার মুখমন্ডল পাংশুটে হয়ে যেতো। সে সময়ে বেতার বক্তৃতা অমংগলের খবর দিয়ে যেতো। সে চারদিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আক্রোশপূর্ণ স্বরে উচ্চারণ করতোঃ

–"এই বর্বরেরা কোন্ দেশকে পায়ের তলায় দলছে? তারা আমাদের মাতৃভূমিকে কখখনো ফ্যাসিষ্ট উপনিবেশে পরিণত করতে পারবে না। নাজী সৈন্যেরা মস্কোর রাজপথে কখনো পা ফেলতে পারবে না। আমাদের যেন প্রতিরোধের সময় আসবে এই সব জার্মান কুকুরকে আমাদের মাটি হতে খেদিয়ে দেবো।' তারপরে সে চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতো। সব সময়ে তার মনে কিসের যেনো যন্ত্রণা তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেতো।

সেপ্টেম্বরের মাস এলে স্কুলে কোন ক্লাশ বসবে না বলে ঘোষণা করা হলো।

শ্রমিক ফ্রন্ট থেকে শুরা ফিরে এল দু'জনের বোরেত কারখানায় কুঁদন যন্ত্রে কাজ শেখার জন্যে গমন করে। কিন্তু সেখানে সে বেশী দিন অবস্থান করেনি। শ্রমিক ফ্রন্টের কর্মকর্তারা তাকে একটি রাষ্ট্রীয় খামারে আলু তোলার কাজে পাঠিয়ে দিলো।

সেখানে যেতে পেরে জয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সে এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছিলো। যদিও সামরিক নয়, তবুও তাকে একটা ফ্রন্টে পাঠানো হলো। সে তার সংগে কিছু নোটবই এবং কিছু গল্পের বই নিয়ে গেলো। ঐ সব না নিয়ে সে কোথাও যেতো না। শীগ্গীরই আমি তার লেখা প্রথম চিঠি পেলাম।

সে লিখেছে ঃ

"আমরা শস্য তোলার কাজে সাহায্য করছি। দৈনিক মাথাপিছু একশো কিলোগ্রাম তুলতে হয়। কিন্তু গত অক্টোবরে আমি মাত্র আশি কিলোগ্রাম তুলেছি এরকম আর হবে না। আমিও একশো কিলোগ্রাম তুলবো।"

তা খুব সহজ ছিলো না। হালকা কুয়াশা এবং বরফের শীতলা আবরণ, তখনো মাটিকে ঢেকে রেখেছিলো। সে খুব ভালো গরম কাপড় নেয়নি বলে তার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলাম। মাটিতে ছিলো বরফ, তার হাত দুটো শীতে শক্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং তার পরণের বুট বহু জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

কিন্তু পরের বারের সে খুব কম লিখলো। কিন্তু আনন্দের সংগে জানালো যে সে এখন আর পিছনে পড়ে নেই, দৈনিক বরাদ্দ সব কাজই সে করছে। সে ফিরে এলো। শরীরের ওজন কমে গেছে। গ্রামের বাতাসে তার চেহারায় সজিবতা এসেছে, কিন্তু পা দুটো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। এতে সে মোটেই চিন্তিত ছিলোনা। সে সেখানকার ফাঁকিবাজদের কথা বললো। "তারা কম মেহনতে মাটির উপরের আলুকে তুলে নিতো। কিন্তু মাটির তলায় থেকে যেতো বড়ো বড়ো আলুগুলো। আমি এসব ফাঁকিবাজদের অনেককেই মখোমুখি তারা কি ধরনের কাজ করছে বলে দিয়েছি। সে জন্যে তাদের অনেকেই আমাকে পছন্দ করেনি।"

যৌথ খামারের পুরুষ এবং মহিলাদের সংগে সে খুব শীগ্‌গীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলো। সে বলেছিলো-" তারা আমাকে খুব ভালবাসতো। আমি যা বলি তারা শুনতে ভালবাসতো। আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি।"

তারা জয়াকে রুটি কি করে শেঁকতে হয় শিখিয়েছিলো। ছাল ফেলে দিয়ে রুটিকে কি করে মিষ্টি এবং পাতলা করতে হয় তাও সে তাদের কাছ থেকে শিখেছিলো। জয়া যে রকম শিখে এসেছে আমি সেভাবে রুটি শেঁকতে লাগলাম।

শেষে যে ক'টি সপ্তাহ জয়া আমাদের সঙগে কাটিয়েছিলো সে বারবার বলতো -তুমি কোনটার কথা বলছো? আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করতাম। সে শুধু হাসতো, কোন কথা সে বলতো না। তখন সময় ছিলো দুর্যোগময় শত্রু সৈন্য মস্কোর দুয়ারে এসে পৌছেছে।

একদিন জয়া বললো ঃ যখন সাইনবোর্ডে প্রচারপত্র লাগানো হয়েছে, আপনি কিভাবে ফ্রন্টকে সাহায্য করতে পারেন, তখন আমি কেমনে শান্তভাবে বসে বসে সময় কাটাতে পারি।"

আমি তাকে বললাম ঃ

জয়া মা, তুমি এখনো বাচ্চা মেয়ে। তোমার যা কাজ তুমি শ্রমিক ফ্রন্টে করেছো। যে কাজ তুমি সেখানে করেছো তাও দেশের কাজ এবং আমাদের সেনাবাহিনীর প্রতি তাতে সাহায্যও করা হয়েছে।

আমি তখন বুঝতে পারলাম যে সর্বশক্তি ব্যয় করে হলেও সে ফ্রন্টে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিছুদিন পরে সে জানালো যে নার্সের ট্রেনিং কোর্সে যোগ দেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। দু'দিনের মধ্যে সে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট এবং দলিলপত্র যোগাড় করে ফেললো। তার পরদিন থেকে তার ক্লাশ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সে সন্ধ্যায় ফিরে এসে আমাকে বললো ঃ

-"মা-মণি, আমি খুব গোপন ভাবে জানাচ্ছি আমি ফ্রন্টের পেছনে শত্রুর একেবারে সামনাসামনি যাচ্ছি। এটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের ভার পেয়ে আমি খুবই গর্বিত। এসম্বন্ধে কাউকে এমন কি ওরাকেও বলবে না। কেউ আমার কথা জানতে চাইলে বলবে আমি গ্রামে দাদীর কাছে গেছি। মা,খেয়াল রাখবে যাতে কেউ জানতে না পায় তোমার মেয়ে ফ্রন্টে গেছে।"

BanglaBook.org

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে আবার শুরু করলো ঃ

–"আমরা দু'দিনের মধ্যেই যাত্রা করবো। তুমি আমাকে একটা কাজের থলে এবং আমাদের দু'জনের ব্যাগ দুটো সেলাই করে দাও। বাকীগুলো আমি নিজেই যোগাড় করবো। বেশী কিছু নিতে হবে না। একসেট আন্ডারওয়ার, কিছু সাবান, একখানা তোয়ালে, টুথব্রাশ, পেন্সিল এবং কাগজ এই আমার সাজ-সরঞ্জাম।"

তার কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। তার শান্ত এবং দৃঢ় কথা বলার ভঙ্গীতে প্রমাণিত হলো যে এই সুযোগটির জন্য সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করছিলো। সে নিজের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছে কিছুতেই তাকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম ঃ

–"কিন্তু জয়া যুদ্ধ করা তো হচ্ছে মানুষের পেশা, তোমার শত্রুর সাথে মিতালি করা নয়। শত্রুর সামনা-সামনি দাঁড়ানো যে খুব সহজ ব্যাপার নয় তা তুমি নিজেও বুঝতে পারো।"

–"আমি সব জানি কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করো না।" পরবর্তী দু'দিন সে খুব দেরী করে বাড়িতে ফিরলো। সে কোথায় কোথায় গিয়েছিলো, তার কথা সে বলেনি আর আমিও সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। এই দু'দিন বিজলীর মতো অতীত হয়ে গেলো। এই সময়ে তাকে খুব শান্তশিষ্ট এবং বয়সের তুলনায় অনেক বড়ো মনে হচ্ছিলো। আমাকে সে বলেছিলো ঃ

-"এখন শুরাকে নিয়ে তোমার থাকতে হবে। মা-মণি, তুমি একজন শিক্ষয়িত্রী। তুমি ম্যাকারেনকোর কবিতাগুলো পড়ে নেবে তা তোমাকে তোমার কাজে সাহায্য করবে।"

'জীবনের পথে' ছবিতে নিকোলাই ইভানোভিচ চমৎকার অভিনয় করেছে সে কথাও সে বললো। তার প্রাক্তন শিক্ষক ইভান আলোকজান্দ্রোভিচ ইয়াজেব সম্বন্ধে বললো। যদিও পার্টি সদস্য ছিলো না তবু তার ছিলো প্রকৃত বলশেভিকের হৃদয়। সে আরো বললো ঃ

"মা-মণি সেরিয়োজহা বাইরে থেকে ভালো করেননি। খারাপ কিছু ঘটলে তিনি তোমাকে উপদেশ দিয়ে হলেও সাহায্য করতে পারতেন।"

সে তার মামা, আমার ভাই সেরিয়োজহা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করলো সততা, ন্যায়নীতি, দেশপ্রেম এবং পার্টির প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি যে সব গুণকে সে শ্রদ্ধা করতো সবকিছু ছিলো সেরিয়োজহার চরিত্রে।

–"কখনো নিরাশ হয়ো না মা আমার। যদি আমার কিছু ঘটে তাহলেও তোমার কিছু হবে না। কখনো ভুলবে না যে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস করছি।"

এটাই ছিলো শেষ বিকেল আমরা দু'জন এক সঙ্গে কাটিয়েছি।

BanglaBook.org

আরেক বার জয়া তার সঙ্গে জিনিসপত্রগুলো ভালভাবে দেখে নিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে থলের ভেতর রাখলো। সে ডায়েরী নিয়ে যেতে চাইলো। শ্রমিক ফ্রন্টে যাওয়ার সময়ও ডায়েরীটা নিয়েছিলো। আমি তাকে নিতে নিষেধ করলাম।

হঠাৎ সে বলে উঠলো ঃ

–"তোমার কথাই সত্যি মা-মণি, উপযুক্ত কাজ হলো ষ্টোভের আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা।" আমি একটা কথাও বলবার আগে স্টোভের শিখায় বাড়িয়ে দিলো তার ডায়েরী। সে জন্য আমি আর শুরা ঘুমোলে রাতে সে কি গোপন চিন্তা করেছিলো তা দেখবার সৌভাগ্য হলো না।

সে রাতে আমি ঘুমোতে পারলাম না। সব সময় আমার মনে হতে লাগলো, আমি বোধহয় জয়াকে আর কখনো দেখতে পাব না। মনে হতে লাগলো জয়া আজ শেষবারের মতো ঘুমিয়ে যাচ্ছে। আর কখ্খনো ঘুমোতে আসবে না। আমি ধীরে ধীরে উঠে পা টিপে টিপে তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে তার চোখ দুটো মেলে একটু হাসলো।

–"তুমি এখনো ঘুমোওনি কেন মা-মণি?

–আমি ক'টা বাজে দেখতে উঠেছি। তুমি ঘুমোও জয়া মা আমার!

আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম সে রাতে আমার চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে আমি তার কাছে গিয়ে সব কিছু খোলখুলি বলতে চাইলাম যা তার মনে পরিবর্তন আনতে পারে। পূর্ব আকাশ যখন ফিকে হয়ে এসেছে, যেখানে সে ঘুমিয়েছে, সেখানে গিয়ে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম। তার গালদুটো শান্ত, ওষ্ঠাধর দুটো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কামড়িয়ে ধরেছে। আমি বুঝতে পারলাম ফ্রন্টে যেতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শুরা তার আগে কারখানায় কাজ করতে চলে গেলো। আমি জয়ার জন্য কিছু পনির রেখেছিলাম। তা ছিলো জয়ার প্রিয় খাবার। চা খাওয়ার পরে জয়া কাপড়-চোপড় পড়তে শুরু করলো। আমি তাকে আমার পশমের জার্সিটা দিয়ে দিলাম।

সে আমাকে বললো ঃ

–"মা, জার্সি ছাড়া শীতকালে তুমি কিভাবে চলবে?" আমি শেষ পর্যন্ত তাকে জার্সি পরতে এবং সঙ্গে কিছু টাকা নিতে রাজী করালাম। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। দিনটা ছিলো আমাদের পক্ষে খুব ভয়ঙ্কর। দুঃখের শেল বুকে এসে বিঁধে আমাকে জর্জরিত করে তুললো।

আমি বললাম ঃ

–"জয়া, আমাকে তোমার থলেটা বয়ে নিতে দাও।" সোজাসুজি সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো ঃ

-"এতো দুঃখ কিসের মা-মণি। আমার দিকে তাকাও ও-মা তোমার চোখে জল কেন? আমাকে কি চোখের জলে বিদায় দেবে? খুশী হয়ে হাসো মা, হাসো।" আমি

BanglaBook.org

লজ্জায় পড়ে গেলাম। আমার মেয়ে সাহসী তেজোদীপ্ত ভংগীতে হেটে যাচ্ছিলো । আমি তার প্রশংসাসুচক হাসি হাসলাম।

সে উচ্ছল হয়ে বললো ঃ

-"সে ভালো মা-মণি। তুমি একেবারে কাঁদতে পারবে না। একটা সাহসী মেয়েকে জন্ম দিয়েছো বলে তোমার অহঙ্কার হওয়া উচিত।"

তারপরে খানিক ক্ষণের নীরবতা, তারপর বেজে উঠলো বিদায় বেলার গম্ভীর মর্মভেদী সে বাণী।

-"আমি বীরাংগনা হিসেবে ঘরে আসবো অথবা বীরাংগনা হিসেবেই মৃত্যুকে আলিংগন করবো।" সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলতো ভাবে চুমু দিয়ে একখানি মোটর গাড়ীতে লাফিয়ে উঠলো এবং চলে গেলো।

তার ব্যক্তিত্বের উষ্ণ পরশ এখনো তার কক্ষের মধ্যে লেগে আছে। বইগুলো যেমন সাজিয়ে রেখেছিলো এখনো ঠিক তেমনভাবে মালিকের প্রতীক্ষা করছে।

তার পরে আমি তার চিঠি পেলাম, লিখেছে মাত্র দু'লাইন ঃ মা-মণি,

আমি বেঁচে আছি এবং খুব ভালো লাগছে। তুমি কেমন আছো!

তোমার-

জয়া

সময়ের বোধ হয় তখন তার খুবই অভাব ছিলো। তবু আমরা যাতে তার সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ পোষণ না করি সেজন্য লিখেছে।

এ চিঠি পড়ে শুরা আশ্চর্য হয়ে জানতে পারলো তার বোন (যাকে সে একটি পেটীকোট ছাড়া কিছু বলতো না) এখন ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। এর চেয়ে বেশি কিছু সে জানতে পারেনি। আমি জয়ার বিশ্বাস খুবই কড়াকড়িভাবে রক্ষা করেছিলাম।

তারপরে এলো দ্বিতীয় চিঠি। দু'সপ্তাহ পরে.. তৃতীয় চিঠি। এ চিঠিতে সে খবর দিয়েছিলো, তাকে অবশেষে কাজ দেয়া হয়েছে এবং কাজ শেষ হলে সে বাড়িতে এসে বেড়িয়ে যাবে।

এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম। প্রত্যেকদিনই আমরা আসা করতাম বাড়িতে সে আসবে।

কিন্তু সে আসেনি। আমার মেয়েকে আমি জীবিত দেখতে পাইনি। পরে আমি তাকে মৃত দেখতে পেলাম। তাকে হত্যা করেছে। সে সৈনিক তানিয়া-গোটা দেশের মানুষ তার সম্বন্ধে বলাবলি করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে তার কাজ এবং জীবনধারা সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তা বলতে পারবে তার যুদ্ধের সংগী এবং কমরেডবৃন্দ।

আমি জানি তরুণ সাম্যবাদী লীগের সদস্য হিসেবে সে তার স্মরণী পুস্তিকায় লিখে গেছে তার চেয়ে মহৎ আর কিছু হয় না। তার এই স্মরণী পুস্তিকাকেই আমি আমার

BanglaBook.org

একমাত্র প্রিয়বস্তু হিসেবে সারাজীবন আঁকড়ে থাকবো।

এই স্মরণী পুস্তিকাতে সে লিখেছে ঃ

–"সাম্যবাদী হওয়া মানে সাহস করা, চিন্তা করা। আশা করা এবং বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেয়ার দুঃসাহস পোষণ করা।"

এখনো আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এখনো আমি তার শেষ উচ্চারিত কথাটা শুনতে পাই আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় যা সে বলেছিলো ঃ

"মা-মণি তুমি কাঁদছো কেন! তুমিই তো আমাকে সব সময় সাহসী হতে এবং যা ন্যায় বলে মনে করি তা করতে বলেছিলে। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারছি বলে আমি গর্বিত! তোমারও গর্বিত হওয়া উচিত।

–"আমাকে চোখের জলে বিদায় দিয়ো না। আমি বীরাংগনা হিসেবে ফিরে আসবো অথবা বীরাংগনা হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবো।"

বীরাংগনা হিসেবেই সে মৃত্যুকে আলিংগন করেছিলো।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org